বার্ষিক মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০১৮

প্রকাশকালঃ ৮ অগাস্ট ২০১৯

মুখবন্ধ

১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে *অধিকার* জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় নিরলসভাবে সংগ্রাম করে চলেছে। মানবাধিকার কর্মীদের সংগঠন হিসেবে *অধিকার* রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে জনগণকে সচেতন করা এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এর বিষয়ে প্রচারাভিযান চালানো, প্রতিবাদ জানানো ছাড়াও রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখার জন্য সব সময়ই সচেষ্ট থেকেছে। *অধিকার* দলমত নির্বিশেষে মানবাধিকার লংঘনের শিকার ভিকটিমদের পাশে দাঁড়ায় এবং ভিকটিমদের নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচারভিযান চালায়। অধিকার মনে করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তিদের নিরাপত্তা এবং ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা জরুরী। সেই লক্ষ্যে *অধিকার* ভিকটিমদের নিরাপত্তা এবং ন্যায় বিচারের স্বার্থে কাজ করছে।

অধিকার দেশের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে প্রতি মাসে প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। তথ্যানুসন্ধান, দেশের বিভিন্ন জেলার মানবাধিকার কর্মীদের পাঠানো প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে তৈরি *অধিকার* এর প্রতি মাসে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোর সংক্ষিপ্তরূপ এই বার্ষিক মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০১৮। *অধিকার* মানবাধিকার সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে গিয়ে ২০১৩ সাল থেকে চরম রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও হয়রানির সম্মুখিন হচ্ছে। রাষ্ট্রের ক্রমাগত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও *অধিকার* আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মানদণ্ড অনুযায়ী মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়সমূহ ২০১৮ সালের প্রতিবেদনে তুলে ধরেছে। *অধিকার এর* সবচেয়ে বড় শক্তি হলো সারাদেশে *এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত মানবাধিকার কর্মী এবং সংগঠনগুলো।

অধিকার দেশের ভেতরের এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সমস্ত মানবাধিকার কর্মী, সহযোগী সংগঠনসমূহ এবং শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে, যাঁরা *অধিকারকে* প্রতিনিয়ত সহযোগিতা করেছেন এবং *অধিকার এর* সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেছেন। এই সহযোগিতা ও সংহতি *অধিকার এর* মানবাধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে সংগঠিত সংগ্রামকে আরো শক্তিশালী ও সোচ্চার করেছে।

মানবাধিকার বিষয়ক অধিকারের বিভিন্ন প্রতিবেদন দেখার জন্য ওয়েবসাইট: www.odhikar.org এবং ফেসবুক: Odhikar.HumanRights

সূচীপত্র

সারসংক্ষেপ ৪
মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি -ডিসেম্বর ২০১৮ ..... ৮
নির্বাচন ও মানবাধিকার ৯
গণগ্রেফতার এবং কারাগারে মানবাধিকার লঙ্ঘন ১১
সভা-সমাবেশ ও মিছিলে বাধা ১২
রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ১৭
রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ১৮
নির্যাতন ১৯
বিচারবহির্ভুত হত্যাকাণ্ড ২০
মৃত্যুদণ্ড ২১
গুম ২১
গণপিটুনিতে মৃত্যু ২৩
মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ২৪
নিবর্তনমূলক আইন ২৪
দ্রুত বিচার আইন সংশোধন ২৬
সরকারি চাকরি বিল-২০১৮ ও দায়মুক্তি ২৬
সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ২৬
ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তিদের ওপর নিপীড়ন ২৭
'চরমপন্থা'ও মানবাধিকার ৩০
শ্রমিকদের অধিকার ৩০
আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্র (ফরমাল সেক্টর) ৩১
ইনফরমাল সেক্টরে নিয়োজিত শ্রমিকদের অবস্থা ৩২
অভিবাসী শ্রমিকদের অবস্থা ৩২
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার ৩৩
নারীর প্রতি সহিংসতা ৩৪
ধর্ষণ ৩৪
যৌন হয়রানি ৩৬
যৌতুক ৩৬
এসিড সহিংসতা ৩৭
প্রতিবেশী রাষ্ট্র: ভারত ও মিয়ানমার ৩৮
বাংলাদেশের ওপর ভারতীয় হস্তক্ষেপ ৩৮
মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর গণহত্যা ৩৯
অধিকার এর ওপর নিপীড়ন ৪১
সুপারিশ ৪২

সারসংক্ষেপ

১. ২০১৮ সালে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সরকার দেশে বাক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র হরণ এবং জীবনের অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করেছে। মতপ্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা চরমভাবে ব্যাহত হওয়ায় একদিকে বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো ব্যাপকভাবে সংবাদ মাধ্যমগুলোতে স্থান পায়নি, অন্যদিকে ভুক্তভোগীরা নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁদের ওপর সংঘটিত অনেক গুরুতর ঘটনা প্রকাশ করার ব্যাপারে ভীত থেকেছেন। ফলে প্রদত্ত পরিসংখ্যানের তুলনায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অনেক বেশী ছিল, যা এই প্রতিবেদনে সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। ২০১৮ সালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অধিকার হরনের ঘটনা ছিল একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ৩০ ডিসেম্বরের এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়।

২. একতরফা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ৩০ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বিরোধীদলের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীদের ওপর যে ধরনের হামলা ও দমন-পীড়ন চালানো হয়েছে, তা বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে আগে কখনও দেখা যায়নি। নির্বাচনের আগেই বিরোধীদলের নেতাকর্মী (মূলত বিএনপি) ও ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অজুহাতে ঢালাওভাবে মামলা দিয়ে ব্যাপক গ্রেফতার অভিযান চালানো হয়। এই সময় কেন্দ্রীয় নেতা হতে শুরু করে তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে অসংখ্য মামলা দায়ের করা হয়েছে, যার অনেকগুলোই হয়রানিমূলক ও বানোয়াট। মৃত[১], শয্যাশায়ী, অতিশয় বৃদ্ধ, ঘটনার সময় কারাবন্দি[২] এবং বিদেশে অবস্থানকারী ব্যক্তিরাও এই সব গায়েবী মামলার আসামী হন।[৩]

৩. ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগের রাতে ব্যালট পেপারে সিল মেরে বাক্সে ভরে রাখা, জাল ভোট দেয়া, প্রকাশ্যে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীকে ভোট দিতে ভোটারদের বাধ্য করা, কেন্দ্র দখল ও বিরোধীদল মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের আটক ও বের করে দেয়া এবং ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ বিভিন্ন অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে।[৪]

৪. আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকার গত ১০ বছরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো দলীয়করণ এবং তাদের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেছে। জনমত উপেক্ষা করে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ২০১১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বাতিল করে। ফলে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থেকে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের[৫] মাধ্যমে

---

[১] প্রথম আলো, ১৩ অক্টোবর ২০১৮; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1556797

[২] মানবজমিন, ১২ অক্টোবর ২০১; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=139808&cat=3/

[৩] মানবজমিন, ৪ অক্টোবর ২০১৮; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=138627&cat=2

[৪] https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/highlights/5749-2019-01-15-07-24-53

[৫] প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল (বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ) পরস্পরের প্রতি ক্রমাগত বিদ্বেষ অবিশ্বাস ও সহিংসতার ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগ বিরোধীদলে থাকাকালীন ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত সময়ে তাদের নেতৃত্বাধীন জোট ও জনগণের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত হয় যা ব্যাপক জন সমর্থন লাভ করে। অথচ ২০১১ সালে কোন রকম গণভোট ছাড়াই এবং সচেতন জনগোষ্ঠীর সমস্ত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করার মধ্যে দিয়ে সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনী এনে আওয়ামী লীগ দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার বিধান বলবৎ করে। এর ফলে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের বর্জন সত্ত্বেও একতরফাভাবে

পুনরায় ক্ষমতায় এসে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার নসাৎ করে দেশে একটি ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে; যার ধারাবাহিকতা দেখা যায় ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও, যেখানে জনগণ তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করা থেকে বঞ্চিত হন।

৫. গত ৩০ জুলাই থেকে স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীরা নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। এই সময় শিক্ষার্থীরা নৌ-পরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খানের পদত্যাগ এবং ঘাতক বাস চালকদের বিচার ও নিরাপদ সড়কসহ ৯ দফা দাবিতে ঢাকার বিভিন্ন সড়ক অবরোধ করেন।[৬] পরবর্তীতে এই আন্দোলন দেশের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলন দমন করার জন্য সরকার শিক্ষার্থীদের ওপর আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের মাধ্যমে হামলা চালায় এবং আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে গ্রেফতার ও নির্যাতন চালানো হয়।[৭] এছাড়া নিরাপদ সড়কের দাবির আন্দোলনকে সমর্থনকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিনা বিচারে আটক, নির্যাতন এবং নিবর্তনমূলক আইনে মামলা দেয়াসহ বিভিন্নভাবে নিপীড়ন চালানো হয়।[৮] আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলোকচিত্রী শহীদুল আলম নিরাপদ সড়কের দাবিতে ছাত্রদের আন্দোলন নিয়ে তাঁর ফেসবুকে ভিডিও পোস্ট করেন এবং এই বিষয়ে আলজাজিরায় সাক্ষাৎকার দিলে গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা তাঁকে বাসা থেকে তুলে নিয়ে যায় এবং তাঁর ওপর নির্যাতন চালায়। মিথ্যা তথ্য প্রচার ও গুজব ছড়ানোর অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে মামলা দায়ের করা হয়।[৯] এছাড়া এই আন্দোলনকে সমর্থন করে ফেসবুকে পোস্ট দেয়ার কারণে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়ার অন্তঃসত্ত্বা স্কুল শিক্ষিকা নুসরাত জাহান সোনিয়াকে পুলিশ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে গ্রেফতার করে।[১০]

৬. এই সময়ে আওয়ামী লীগ সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং দলীয় নেতাকর্মীদের ব্যবহার করে বিরোধীদল ও ভিন্নমতের ব্যক্তিদের সভা-সমাবেশে বাধা, হামলা-মামলা ও গ্রেফতার চালায়। কোটা সংস্কার[১১] আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের কর্মী ও শিক্ষার্থীদের ওপর আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা হামলা করে এবং নির্যাতনসহ তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

৭. ২০১৮ সালে ভিন্নমতাবলম্বী নাগরিক ও সংগঠনগুলো স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের কারণে তাঁদের ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন অব্যাহত ছিল। সরকার নিবর্তনমূলক আইন তৈরি করে নাগরিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা লংঘন

অনুষ্ঠিত হয়। এই সংসদ নির্বাচনটি শুধুমাত্র প্রহসন মূলকই ছিল না (১৫৩ জন সংসদ সদস্য ভোটগ্রহণের আগেই বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন), নির্বাচনটিতে ব্যালটবাক্স ছিনতাই, ভোটকেন্দ্র দখল ও ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনাও ছিল উল্লেখযোগ্য।

[৬] গত ২৯ জুলাই বিমানবন্দর সড়কে প্রতিযোগিতা করে দুই বাসের চালক গাড়ি চালালে বাস ফুটপাথে উঠে যায় এবং শহীদ রমিজউদ্দিন কলেজের দুই শিক্ষার্থী নিহত এবং বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হন। এই ঘটনার ব্যাপারে সড়ক পরিবহন শ্রমিকদের নেতা নৌমন্ত্রী শাজাহান খানকে প্রশ্ন করলে তিনি হেসে বিষয়টিকে গুরুত্বহীন করে দেন। যুগান্তর, ১ অগাস্ট ২০১৮; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/75952/

[৭] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, ১৫ অগাস্ট ২০১৮; https://www.hrw.org/news/2018/08/15/bangladesh-wave-arrests-over-peaceful-dissent

[৮] মানবজমিন, ৬ অগাস্ট ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=129425&cat=3/

[৯] যুগান্তর, ৭ অগাস্ট ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/77899/

[১০] মানবজমিন, ৬ অগাস্ট ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=129425&cat=3/

[১১] বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসসহ (বিসিএস) সরকারি চাকরিতে ৫৬ শতাংশ কোটা সংস্কার করে ১০ শতাংশে নামিয়ে আনাসহ পাঁচ দফা দাবিতে ২০১৮ এর মার্চ থেকে আন্দোলন শুরু করে।

করেছে। এই সময়ে অনেক সংবাদ মাধ্যম সরকারের চাপে সেল্ফ সেন্সরশিপ করতে বাধ্য হয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সংবাদ সংগ্রহ করতে যেয়ে সরকার দলীয় ব্যক্তিদের আক্রমণের শিকার হয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীরা।

৮. ২০১৮ সালে ব্যাপক সংখ্যক বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুমের ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বিরোধীদলের নেতাকর্মীরা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুমের শিকার হন বলে অভিযোগ রয়েছে।

৯. ২০১৮ সালের ১৪ মে জেনেভায় জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সার্বজনীন নিয়মিত পর্যালোচনা বা ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউর[১২] তৃতীয় দফার আলোচনাতে গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং সেগুলোর বিচারহীনতার বিষয়টি বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির পর্যালোচনায় সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের বিষয় হিসেবে সামনে আসলেও এর কোন সুরাহা হয়নি।[১৩] ১২ অক্টোবর বাংলাদেশ ২০১৯-২০২১ সময়ের জন্য পুনরায় জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের[১৪] সদস্য নির্বাচিত হলেও মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে তার নাগরিকদের রক্ষা করার জন্য কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।[১৫]

১০. ২০১৮ সালে ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন ও দলীয় অন্তর্কলহ চরম আকার ধারণ করে। এই সময়ে তারা বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে মারণাস্ত্র ব্যবহার করে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে হত্যা, নারীর প্রতি সহিংসতা, ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর নিপীড়ন, শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা, বিভিন্ন জায়গায় চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, জমিদখলসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া যায়।

১১. ২০১৮ সালে 'চরমপন্থা' দমনের নামে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। এই সময়ে 'চরমপন্থী' দমনের নামে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর পরিচালিত অভিযানে নারী ও শিশুসহ ৫ জন নিহত হয়েছেন।

১২. ২০১৮ সালে কর্মক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকদের প্রাণহানি ঘটেছে। তৈরি পোশাক শিল্পকারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতন-বোনাসসহ বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ করলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও মালিকপক্ষ কর্তৃক হামলার শিকার হয়েছেন। এছাড়া বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী নারী শ্রমিকদের ওপর যৌন হয়রানিসহ নানা ধরনের সহিংসতার অভিযোগ রয়েছে ।

১৩. ২০১৮ সালে দেশের বিভিন্ন জেলায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের উপাসনালয়গুলোতে আগুন দেয়া এবং প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। এছাড়া একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তাঁদের ওপর

---

[১২] বাংলাদেশ সরকারের প্রদত্ত প্রতিবেদন, জাতিসঙ্ঘের বিভিন্ন সংস্থার মানবাধিকার বিশেষজ্ঞদের প্রতিবেদন এবং বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও দেশীয় মানবাধিকার সংস্থা ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

[১৩] মানবাধিকার তদন্তের অনুরোধে সাড়া দিচ্ছে না বাংলাদেশ : জাতিসঙ্ঘ; নয়াদিগন্ত ১৯ জুন;www.dailynayadiganta.com/diplomacy/325952;

[১৪] ২০০৬ সালের মার্চে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল গঠিত হয় এবং জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ৪৭টি রাষ্ট্র এর সদস্য।

[১৫] যুগান্তর, ১৩ অক্টোবর ২০১৮; https://www.jugantor.com/national/100225/

আক্রমণ এবং বাড়িঘরে হামলার ঘটনার সঙ্গে সরকারদলীয় ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

১৪. ধর্ষণ, বখাটেদের আক্রমণ, যৌতুক সহিংসতা, এসিড নিক্ষেপ ও পারিবারিক সহিংসতাসহ নারীর প্রতি সহিংসতার অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে এই বছরে। বিশেষ করে, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরকারদলীয় কর্মী-সমর্থকদের দ্বারা ধর্ষণের ঘটনার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

১৫. বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশের নাগরিকদের হত্যা, নির্যাতনসহ অপহরণ এবং বাংলাদেশের ওপর ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক হস্তক্ষেপ ২০১৮ সালে অব্যাহত ছিল। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ব্যাপক হস্তক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র (বিতর্কিত) নির্বাচন করার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে আওয়ামী লীগ সরকারকে সমর্থন[১৬] দেয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, যার প্রভাব পড়ে ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও।

১৬. রাখাইনে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর দ্বারা রোহিঙ্গারা কয়েক দশক ধরে নির্মম অত্যাচার, অবিচার ও গণহত্যার শিকার হয়ে আসছেন। বিশেষ করে, ২০১৭ সালের অগাস্ট মাসে রোহিঙ্গাদের ওপর নির্মূল অভিযানের কারণে ৯ লক্ষেরও অধিক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দুরাবস্থার সুযোগ নিয়ে শরণার্থী শিবিরগুলো থেকে শিশু ও নারীদের পাচার করার ঘটনা ঘটছে। এদিকে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত রোহিঙ্গাদের ওপর হত্যা, যৌন নির্যাতন এবং জোরপূর্বক বিতাড়নের অভিযোগের প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে।

১৭. মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে প্রতিবাদ ও প্রচারাভিযান চালানো এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা হওয়ায় ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে *অধিকার এর* বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন এবং সরকারি সমর্থনপুষ্ট মিডিয়াকে ব্যবহার করে অপপ্রচার চালানো অব্যাহত থাকে।

[১৬] ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত ও প্রতারনামূলক নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনটি বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন তৎকালীন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং বাংলাদেশে আসেন এবং সেই সময় নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে আনার জন্য চেষ্টা করে সফল হন। জাতীয় পার্টির সদস্যরা আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রীসভায় এবং একই সঙ্গে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলে থেকে অদ্ভুত এবং অকার্যকর সংসদ গঠনে ভূমিকা পালন করেছে। www.dw.com/bn/নির্বাচন-না-হলে-মৌলবাদের-উত্থান-হবে/a-17271479

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি -ডিসেম্বর ২০১৮

১ জানুয়ারি - ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮*														
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরণ			জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগাস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার		১৮	৭	১৭	২৮	১৪৯	৫০	৬৮	২৪	৩৫	১৮	৩৫	৯	৪৫৮
	গুলিতে নিহত		১	১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	২
	নির্যাতনে মৃত্যু		০	০	১	১	২	০	০	০	১	০	০	১	৬
	মোট		১৯	৮	১৮	২৯	১৫১	৫০	৬৮	২৪	৩৬	১৮	৩৫	১০	৪৬৬
গুম			৬	১	৫	২	১	৩	৫	৬	৩০	১৭	১৩	৮	৯৭
কারাগারে মৃত্যু			৭	৫	৯	৮	১০	৮	৭	৬	৩	৪	৮	৬	৮১
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত		২	১	০	০	০	০	১	০	১	৩	২	১	১১
	বাংলাদেশী আহত		৩	৫	১	২	০	১	০	১	৭	০	০	৪	২৪
	বাংলাদেশী অপহৃত		২	০	০	৩	৪	০	০	০	১	২	১	৩	১৬
	মোট		৭	৬	১	৫	৪	১	১	১	৯	৫	৩	৮	৫১
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত		১২	৬	১	২	৩	১	৩	১২	১	৩	১	২৬	৭১
	লাঞ্ছিত		১	৩	৩	০	০	০	০	১০	১	০	০	৪	২২
	হুমকির সম্মুখীন		২	১	৩	০	১	১	০	১	০	০	০	২	১১
	মোট		১৫	১০	৭	২	৪	২	৩	২৩	২	৩	১	৩২	১০৪
রাজনৈতিক সহিংসতা****	নিহত		৯	৫	৯	১১	১৩	২	৩	২	৪	১০	১২	৪০	১২০
	আহত		৬১৯	৪২৪	৩৩৫	৪২৮	২৯৭	১৫৩	২১৬	২৫২	২৬১	৩৮০	৪৭২	৩২১৪	৭০৫১
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা			১২	১৬	১৫	২১	১২	৬	১০	১৪	১৬	৭	৮	৫	১৪২
ধর্ষণ			৪৬	৭৮	৬৭	৬৯	৫৮	৪৮	৫৯	৫৬	৫৪	৫৩	৩৩	১৪	৬৩৫
যৌন হয়রানীর শিকার নারী			১৫	১৪	২৫	২৪	১৯	৬	১১	৮	১৬	৯	৫	৫	১৫৭
এসিড সহিংসতা			২	১	৩	৪	২	০	৫	৬	১	১	১	০	২৬
গণপিটুনীতে মৃত্যু			৫	৬	৮	২	৫	২	৪	৩	৬	৪	৩	০	৪৮
শ্রমিকদের পরিস্থিতি	তৈরি পোশাক শিল্প	নিহত	০	০	১	০	১	০	০	০	০	০	০	০	২
		আহত	২০	০	৪০	০	৩৫	২৭	১০	০	১	৬৭	০	১৩২	৩৩২
	ইনফরমাল সেক্টরে নিয়োজিত শ্রমিক	নিহত	৫	৩	৪	৮	১৭	৭	৪	৬	৫	৩	৬	১৮	৮৬
		আহত	৮	০	০	৪	৪	৩	৯	০	৬	২০	১	০	৫৫
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩)- এ গ্রেফতার **			২	১	০	০	৩	০	২	২৭	৩	১	০	১	৪০
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮-এ গ্রেফতার***			০	০	০	০	০	০	০	০	০	৭	২	৬	১৫

* *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

** সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারের বিরুদ্ধে ফেসবুকে পোস্ট দেবার কারণে এঁদের গ্রেফতার করা হয়। এছাড়া নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে "মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রচার, গুজব ছড়ানো ও সরকার বিরোধী" পোস্ট দেওয়ার কারণে অগাস্ট মাসে ২২ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

*** ডিজিটাল নিরাপত্তা বিল ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ এ জাতীয় সংসদে পাস হয় এবং ৮ অক্টোবর ২০১৮ তা আইনে পরিণত হয়।

**** একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ডিসেম্বর মাসে নির্বাচনী সহিংসতায় ৩২ জন নিহত ও ৩০০৮ জন আহত হয়েছেন যা রাজনৈতিক সহিংসতা ছকে উল্লেখ করা হয়েছে।

নির্বাচন ও মানবাধিকার

১. ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জনগণের ভোট দেয়ার অধিকারসহ বিভিন্ন ধরনের অধিকার লঙ্ঘিত হয়। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ২০০৯ সাল থেকে ক্ষমতায় রয়েছে। তাই ২০১৮ এর মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রেক্ষাপট ২০০৯ সালেরই ধারাবাহিক রূপ। জনগণ ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের মতামতকে অগ্রাহ্য করে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ২০১১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বাতিল করার মধ্যে দিয়ে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের[১৭] মাধ্যমে পুনরায় ক্ষমতায় এসে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলো সংকুচিত করে দিয়ে দেশে একটি ভয়ের সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে। ২০১৮ সালের নির্বাচনও এই ভয়ের সংস্কৃতির ধারাবাহিক রূপ। বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে এই নির্বাচন ছিল সবচেয়ে নিয়ন্ত্রিত ও প্রহসনের। সরকার রাষ্ট্রের সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে পুনরায় ক্ষমতায় এসেছে। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক সংকট নিরসনে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের লক্ষ্যে সরকারের সঙ্গে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের এবং বাম গণতান্ত্রিক জোটসহ কয়েকটি দল ও জোটের সংলাপ হয়। কিন্তু সংলাপে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও বাম গণতান্ত্রিক জোটের সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কোন দাবিই মেনে নেয়নি সরকার।

২. নির্বাচন কমিশনের বাধার কারণে *অধিকার* নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে না পারলেও সারা দেশে *অধিকার*এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা নিজ নিজ এলাকায় নির্বাচন প্রত্যক্ষ করে তাঁদের যে অভিজ্ঞতা জানান, তা অত্যন্ত ভয়াবহ।[১৮] এছাড়া বিভিন্ন মিডিয়া থেকেও প্রায় একই ধরনের তথ্য পাওয়া গেছে। নির্বাচনের আগে থেকেই আওয়ামী লীগ তার দলীয় নেতা-কর্মী ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দিয়ে সারাদেশে বিরোধী প্রার্থীদের প্রচার-প্রচারণায় বাধা দিয়ে, হামলা করে এবং বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও গণগ্রেফতারসহ বিভিন্ন ঘটনা ঘটিয়ে তাদের নির্বাচনী এলাকা থেকে হটিয়ে দেয়। এরপর ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে ভোটের আগের রাতে ব্যালট পেপারে সিল মেরে বাক্সে ভরে রাখা, জাল ভোট দেয়া, প্রকাশ্যে ক্ষমতাসীনদলের প্রার্থীকে ভোট দিতে বাধ্য করা, কেন্দ্র দখল ও বিরোধীদল মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের আটক ও বের করে দেয়া এবং ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ বিভিন্ন অনিয়মের ঘটনা ঘটনো হয়।[১৯] এমনকি নির্বাচনের দিন বিরোধীদল বিএনপি'র প্রার্থীকে ভোট দেয়ার অপরাধে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতাকর্মীরা এক নারীকে ধর্ষণ করে।[২০] নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণ ব্যতিত নির্বাচনের ফলে ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগ এবং তার জোট সঙ্গী জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। ২০১৪ সালে কার্যকর

[১৭] ৫নং ফুটনোট দ্রষ্টব্য।

[১৮] *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের পাঠানো প্রতিবেদন

[১৯] https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/highlights/5749-2019-01-15-07-24-53

[২০] নোয়াখালীতে ধানের শীষে ভোট দেয়ায় গৃহবধূকে ধর্ষণ, নয়াদিগন্ত, ২ জানুয়ারি ২০১৯: http://www.dailynayadiganta.com/bangla-diganta/377240

বিরোধীদলবিহীন জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[২১] ফলে সরকারের জবাবদিহিতা শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছিল। ২০১৮ সালের নির্বাচনেও একই ঘটনা ঘটলো। অসংখ্য ঘটনার মধ্যে নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলোঃ

৩. ৩০ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন আনুমানিক সকাল ৭:৫০ মিনিটে[২২] বিবিসি'র সংবাদদাতা চট্টগ্রাম-১০ আসনের লালখান বাজারের শহীদ নগর সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে ভোট গ্রহণের আগে ব্যালট ভর্তি বাক্স দেখতে পান।[২৩] ঢাকা-৮ আসনের অন্তর্গত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মোট ৮টি কেন্দ্রে বিএনপি'র মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের সকাল বেলাতেই কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। প্রতিটি কেন্দ্রের বাইরে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের অবস্থান করতে দেখা যায়।[২৪] চট্টগ্রাম-২ আসনের দৌলতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে বেলা ১১:৫০ মিনিটে ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন মহিলা ভোটার অভিযোগ করেন, 'সকাল ৮:০০টা থেকে তাঁরা কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছেন। নৌকা প্রতীকের[২৫] সমর্থকরা তাঁদের ভোট না দিয়ে বাড়িতে চলে যাবার জন্য হুমকি দিয়েছে এবং কয়েকজনকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিতও করা হয়েছে।'[২৬] গাজীপুর-২ নির্বাচনী এলাকায় পুলিশ কেন্দ্র থেকে ধানের শীষের[২৭] এজেন্টদের তুলে নিয়ে দূরবর্তী এলাকায় নিয়ে ছেড়ে দেয়। এছাড়া ধানের শীষের ৫ জন এজেন্টকে থানায় আটকে রাখা হয়।[২৮] জামালপুরে ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাজমুল আলম সিদ্দিকী এবং জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ফারুক আহমেদ চৌধুরীসহ কয়েকজন নেতা-কর্মীকে জেলা রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য সাংবাদিক কার্ড ইস্যু করেন। অথচ বেশ কয়েকজন পেশাদার সাংবাদিককে পর্যবেক্ষণ কার্ড ইস্যু করা হয়নি।[২৯]

৪. জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে সব স্থানীয় সরকার নির্বাচনসহ সবকটি নির্বাচনে দুর্বৃত্তায়ন হয়েছিল। ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচন, খুলনা[৩০] ও গাজীপুর[৩১] সিটি কর্পোরেশনসহ অধিকাংশ স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগ, প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে ব্যবহার করে কেন্দ্র

---

[২১] ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের বর্জনের ফলে একতরফাভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ১৫৩ জন সংসদ সদস্য ভোটগ্রহণের আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনের মাধ্যমে এমন একটি অদ্ভুত সংসদ গঠিত হয় যেখানে সাবেক স্বৈরশাসক লেঃ জেঃ এইচ এম এরশাদের জাতীয় পার্টি একাধারে বিরোধীদল ও সরকারের অংশীদার হয়।

[২২] ভোট গ্রহণের সময় সকাল ৮ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।

[২৩] https://www.youtube.com/watch?v=VpGcZoVd7ZM

[২৪] ঢাবির ৮ কেন্দ্রে ধানের শীষের এজেন্ট ছাড়াই ভোট, যুগান্তর, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/127993

[২৫] আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক

[২৬] নারী ভোটারদের বাড়ি চলে যাওয়ার হুমকি, যুগান্তর, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮; https://www.jugantor.com/todays-paper/eleventh-parliament-election/128077

[২৭] বিএনপির নির্বাচনী প্রতীক

[২৮] গাজীপুরে একের পর এক ভোটকেন্দ্র দখল, নয়াদিগন্ত, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/bangla-diganta/376740

[২৯]জামালপুরে সাংবাদিক পর্যবেক্ষণের কার্ড পেলেন সরকারদলীয় নেতাকর্মী/ নয়াদিগন্ত, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮/http://www.dailynayadiganta.com/bangla-diganta/376737

[৩০] অধিকার এর ২০১৮ সালের মে মাসের মাসিক প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। http://odhikar.org/wp-content/uploads/2018/06/human-rights-monitoring-report-May-2018_Ban.pdf

[৩১] অধিকার এর ২০১৮ সালের ছয় মাসের মাসিক প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। http://odhikar.org/wp-content/uploads/2018/07/Six-Month-Report-2018_Ban.pdf

দখল, জাল ভোট প্রদান ও বিরোধীদলের মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের বিভিন্ন স্থান থেকে ধরে নিয়ে আটকে রাখা ও ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে দেয়াসহ বিভিন্ন অসদুপায় অবলম্বনের মাধ্যমে তাদের মনোনীত প্রার্থীদের 'জিতিয়ে' নিয়েছে। কে এম নুরুল হুদার নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন এই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটিকে সরকারের আজ্ঞাবহ করে নির্বাচনের সকল অনিয়ম ও দুর্বৃত্তায়নের ব্যাপারে প্রশ্রয় এবং বৈধতা দিয়েছে।

৫. বাংলাদেশ জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিতে (আইসিসিপিআর) অনুস্বাক্ষরকারী দেশ। এই চুক্তির ২৫(খ) অনুচ্ছেদে সার্বজনীন ও সম ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এবং নির্বাচকদের অবাধে মতপ্রকাশের নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমে গোপন ব্যালটে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে অনুষ্ঠিত সুষ্ঠু নির্বাচনে ভোট দান করা ও নির্বাচিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থাকে অকার্যকর করে দিয়েছে এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আইসিসিপিআর এর ২৫(খ) অনুচ্ছেদ লংঘন করেছে।

গণগ্রেফতার এবং কারাগারে মানবাধিকার লঙ্ঘন

৬. ২০১৮ সালে কারাগারে ৮১ জন কারাবন্দী মৃত্যুবরণ করেছেন।

৭. ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে[৩২] সাজা দেয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ দমন করার জন্য এবং ৩০ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একতরফাভাবে আধিপত্য বিস্তারের জন্য বিরোধীদলের নেতাকর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অজুহাতে ঢালাওভাবে গ্রেফতার অভিযান চালানো হয়। পুলিশ এই সময় 'নাশকতার পরিকল্পনা' বা ' গোপন বৈঠক' করার অজুহাতে বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের ঢালাওভাবে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পর রিমাণ্ডে নিয়ে নির্যাতন করে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই সময় কেন্দ্রীয় নেতা হতে শুরু করে তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে অসংখ্য মামলা দায়ের করা হয়েছে, যার অনেকগুলোই হয়রানিমূলক ও বানোয়াট। যাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত, কেউবা গুরুতর অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী, অতিশয় বৃদ্ধ অথবা কারাবন্দি কিংবা বিদেশে অবস্থান করছেন। পুলিশ ঘটনার 'তথাকথিত' তদন্ত করে মৃত ব্যক্তির নামেও অভিযোগপত্র জমা দিয়েছে আদালতে।[৩৩]

---

[৩২]বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় তাঁকে ৫ বছরের কারাদণ্ড এবং বিএনপি'র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট তারেক রহমানসহ ৫ জনকে দশ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দেয় বিশেষ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান। সাজা হওয়ার পর থেকে তাঁকে পুরান ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে (বর্তমানে পরিত্যক্ত) আটক রাখা হয়। বিএনপির পক্ষ থেকে এই রায়কে প্রতিহিংসার রায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মোট ৩৪টি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার বিচার আইন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে পরিত্যক্ত কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থাপিত বিশেষ আদালতে চলাকালে খালেদা জিয়া অসুস্থ হওয়ায় আদালতে আসতে পারবেন না বলে জানান এবং এই আদালতে তিনি ন্যায়বিচার পাবেন না বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন। ২৯ অক্টোবর জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে রায় প্রদানকারী ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ এর বিচারক আক্তারুজ্জামান, জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাষ্ট দুর্নীতি মামলায় খালেদা জিয়ার অনুপস্থিতিতে তাঁকেসহ ৪ জনকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেন এবং এর পরদিনই গত ৩০ অক্টোবর জিয়া অরফানেজ ট্রাষ্ট দুর্নীতি মামলায় খালেদা জিয়ার সাজা বাড়িয়ে ১০ বছরের কারাদণ্ড দেয় সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ।

[৩৩] প্রথম আলো, ১৩ অক্টোবর ২০১৮; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1556797

এছাড়া নির্বাচনের আগে প্রতিদ্বন্দ্বীকারী বিরোধীদের জোট জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট এর ১৮ জন প্রার্থীকে গ্রেফতার করে কারাগারে আটক রাখা হয়। গণগ্রেফতারের ফলে এই সময় কারাগারের ধারণ ক্ষমতার থেকে অনেক বেশী বন্দী ছিল বলে জানা গেছে।[৩৪] অতিরিক্ত বন্দী থাকায় কারাগারগুলোতে মানবিক বিপর্যয় দেখা দেয়। এছাড়া কারাগার কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে এবং অপ্রতুল চিকিৎসক ও উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকায় আটক বন্দিদের মৃত্যু ঘটেছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

সভা-সমাবেশ ও মিছিলে বাধা

৮. ২০১৮ সালে একাদশতম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক মাঠে একচ্ছত্র প্রাধান্য বিস্তার করার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং তার দলীয় নেতাকর্মীদের ব্যবহার করে বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর ব্যাপক দমনপীড়নের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশের অধিকার কেড়ে নেয়। নিরাপদ সড়কের জন্য শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সময় এবং কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় এটি খুব স্পষ্টভাবেই ঘটেছে। এমনকি সাম্প্রতিক শিক্ষকদের সমিতির দ্বারা শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ এবং সমাবেশগুলো আক্রমণ করা হয়েছিল।[৩৫] একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক অঙ্গনে অভূতপূর্ব আধিপত্য অর্জনের জন্য সভা-সমাবেশে হামলার ঘটনাগুলো ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। সরকারী নিরাপত্তা বাহিনী এবং আওয়ামী লীগ কর্মীরা এমনকি বিরোধীদলের প্রার্থীদের নির্বাচনী সভা-সমাবেশগুলো নির্বাচনকে সামনে রেখে ডিসেম্বর মাস জুড়ে আক্রমণ চালিয়েছে।[৩৬] বিরোধীদল ছাড়াও সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনকারী অরাজনৈতিক সংগঠনের মিছিল-সমাবেশেও ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মী ও পুলিশ হামলা করেছে বলে জানা গেছে।

৯. ১ জানুয়ারি ২০১৮ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে পাবনায় ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা জেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে একটি র‍্যালি বের করলে পুলিশ তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ, টিয়ারশেল নিক্ষেপ ও গুলি ছুঁড়লে জেলা বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান তোতা ও কৃষক দল নেতা আবুল কাশেম গুলিবিদ্ধ হওয়াসহ ৩৫ জন নেতাকর্মী আহত হন।[৩৭]

১০. গত ৮ ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়ার রায় ঘোষণার পর সিলেটে স্বেচ্ছাসেবকদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল বের করলে পুলিশ মিছিল লক্ষ্য করে ফাঁকা গুলি ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। এই সময় পুলিশের

[৩৪] নয়াদিগন্ত, ১৩ নভেম্বর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/364250/
[৩৫] নিউ এজ, ১১ জুন ২০১৭; http://www.newagebd.net/article/43413/police-foil-teachers-demo-demanding-mpo
[৩৬] ঢাকা ট্রিবিউন, ১২ ডিসেম্বর ২০১৮; https://www.dhakatribune.com/bangladesh/election/2018/12/12/bnp-chhatra-league-men-attacked-afroza-abbas-s-campaign ও মানবজমিন, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৮; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/122139/
[৩৭] নয়াদিগন্ত, ১৩ নভেম্বর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/364250/age/36425; মানবজমিন ২ জানুয়ারি ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=98714

সঙ্গে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি পীযুষ কান্তি দে, সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সজল দাস অনিক এবং আওয়ামী লীগ কর্মী মুনিম আগ্নেয়াস্ত্র হাতে মিছিলে হামলা করে এবং গুলি চালায়। এদের সঙ্গে মাথায় হেলমেট পড়া আরো দুই যুবককে কাটা রাইফেল থেকে মিছিলে গুলি ছুঁড়তে দেখা যায়। এই হামলায় জেলা ছাত্রদল নেতা সৈয়দ মোস্তফা মাথায় গুলিবিদ্ধ হন।[৩৮]

১১. গত ৩০ জুন কোটা সংস্কারের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের এক সংবাদ সম্মেলন[৩৯] শুরু হওয়ার আগ মুহূর্তে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা হামলা চালিয়ে সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক নুরুল হক নূরুসহ কয়েকজনকে পিটিয়ে আহত করে।[৪০] গত ২ জুলাই ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা কর্মসূচি পালন করতে গেলে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা সেইসব জায়গায় তাঁদের ওপর হামলা করে কর্মসূচিগুলো পণ্ড করে দেয়। এছাড়া ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা কোটা সংস্কার আন্দোলনে জড়িত ছাত্রীদের ওপর যৌন নিপীড়ন চালায়।[৪১] ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের হাতে যৌন নিগ্রহের শিকার এক শিক্ষার্থী সংবাদ সম্মেলন করে তাঁর ওপর নিপীড়নের ঘটনা বর্ণনা করেন।[৪২] গত ৪ জুলাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল, খুলনা এবং নারায়ণগঞ্জে কোটা সংস্কার আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগ নেতাকর্মীরা হামলা চালালে অনেক শিক্ষার্থী আহত হন।[৪৩]

কোটা সংস্কার আন্দোলনের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যুগ্ম আহবায়ক তরিকুল ইসলামকে ছাত্রলীগের কর্মীরা হাতুড়িপেটা করে। ছবিঃ ডেইলি স্টার ৩ জুলাই ২০১৮।

---

[৩৮] সিলেটে দফায় দফায় সংঘর্ষ দুইজন গুলিবিদ্ধসহ আহত ২০, নয়াদিগন্ত, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/292302; শাসক দলের অস্ত্রধারীরা ধরাছোঁয়ার বাইরে, যুগান্তর, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/16326/; সিলেটে দফায় দফায় সংঘর্ষ দুইজন গুলিবিদ্ধসহ আহত ২০, নয়াদিগন্ত, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/292302

[৩৯] ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করে আসছিলেন। আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১১ এপ্রিল জাতীয় সংসদে কোটা বাতিলের ঘোষণা দেন। কিন্তু শিক্ষার্থীদের দাবি ছিল কোটা সংস্কারের, বাতিলের নয়।

[৪০] ঢাবিতে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা, বাংলা ট্রিবিউন ৩০ জুন ২০১৮; www.banglatribune.com/others/news/338041-

[৪১] কোটা আন্দোলনকারীদের ফের পেটালো ছাত্রলীগ, মানবজমিন ৩ জুলাই ২০১৮; www.mzamin.com/article.php?mzamin=124043&cat=2/-

[৪২] লাঞ্ছিত মরিয়ম বললেন প্রত্যেকটা মুহূর্ত আমার কাছে মনে হয়েছে জাহান্নাম, নয়াদিগন্ত ৬ জুলাই ২০১৮; www.dailynayadiganta.com/first-page/330619

[৪৩] কোটা সংস্কার আন্দোলন; খুলনা রাবি ও বরিশালে হামলা : আহত ২০, যুগান্তর ৫ জুলাই ২০১৮; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/ 66562/

কোটা সংস্কারের দাবিতে রাজধানীতে বিক্ষোভ করে শিক্ষার্থীরা। এক নারী বিক্ষোভকারীর ওপর হামলা।
ছবিঃ বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৩ জুলাই ২০১৮

১২. গত ২৯ জুলাই বিমানবন্দর সড়কে প্রতিযোগিতা করে দুই বাসের চালক গাড়ি চালালে বাস ফুটপাথে উঠে যায় এবং শহীদ রমিজউদ্দিন কলেজের দুই শিক্ষার্থী নিহত এবং বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হন। এই ঘটনার ব্যাপারে সড়ক পরিবহন শ্রমিকদের নেতা নৌমন্ত্রী শাজাহান খানকে প্রশ্ন করলে তিনি হেসে বিষয়টিকে গুরুত্বহীন করে দেন এবং সই সময়ে ভারতে সড়ক দুর্ঘটনায় ৩৩ জনের প্রাণহানির সঙ্গে বাংলাদেশের ২ জন শিক্ষার্থীর নিহত হওয়ার ঘটনার সঙ্গে তুলনা করেন।[৪৪] ফলে নৌ-পরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খানের পদত্যাগ এবং ঘাতক বাসচালকদের বিচার ও নিরাপদ সড়কসহ ৯ দফা দাবিতে গত ৩০ ও ৩১ জুলাই ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোর ২০টি জায়গায় শিক্ষার্থীরা অবরোধ করেন। এই সময় মিরপুর ও উত্তরার বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের সড়ক থেকে সরিয়ে দিতে লাঠিচার্জ করলে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হন।[৪৫] এই সময়ে ঢাকার মিরপুর ১০ নম্বর, ঢাকার ঝিগাতলা, ঢাকার ধানমন্ডি এলাকায় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশ ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ, যুবলীগ নেতাকর্মী ও 'হেলমেট বাহিনী'[৪৬] লাঠি-রড-রামদা নিয়ে হামলা চালালে[৪৭] অনেক শিক্ষার্থী আহত হন। ঢাকা ছাড়াও চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার, বগুড়া, ফেনী, খুলনা, ময়মনসিংহ ও মানিকগঞ্জে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশে পুলিশ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও শ্রমিকলীগের নেতাকর্মীরা হামলা করে।[৪৮] আন্দোলকারী শিক্ষার্থী ও তাঁদের সমর্থনকারীদের বিরুদ্ধে ২৯ জুলাই থেকে ১৫ অগাস্ট পর্যন্ত ঢাকার বিভিন্ন থানায় ৫২টি মামলা দায়ের করা হয় এবং এই মামলাগুলোতে ৫ হাজার

[৪৪] দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যুতে ক্ষোভে উত্তাল ঢাকা; বাসে আগুন ভাংচুর লাঠিচার্জ, যুগান্তর ১ অগাস্ট ২০১৮; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/75952/
[৪৫] দুই শিক্ষার্থীর মৃত্যুতে ক্ষোভে উত্তাল ঢাকা; বাসে আগুন ভাংচুর লাঠিচার্জ, যুগান্তর ১ অগাস্ট ২০১৮; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/75952/
[৪৬] পরিচয় গোপন করার জন্য সরকার সমর্থিত দুর্বৃত্তরা হেলমেট পড়ে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালায়
[৪৭] যুগান্তর, ৩ অগাস্ট ২০১৮; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/76561/
[৪৮] মানবজমিন, ৫ অগাস্ট ২০১৮; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=129268&cat=3/

অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামী করা হয়। এরমধ্যে ৪৩টি মামলায় অন্তত ৮১ জনকে দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় এবং বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতার করা হয়। রিমান্ডে নিয়ে তাঁদের ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালানো হয় বলে তাঁদের আইনজীবীরা অভিযোগ করেন।[৪৯]

দুইজন শিক্ষার্থী নিহতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিরপুর-১৩ এ বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরা বিচারের দাবীতে বিক্ষোভ মিছিল বের করলে পুলিশ তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ করে। ছবিঃ ডেইলি স্টার, ১ আগস্ট ২০১৮

ঢাকার মিরপুরে ছাত্রলীগ ও যুবলীগ কর্মীরা পুলিশের সঙ্গে একজোট হয়ে নিরাপদ সড়কে দাবিতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায়। ছবি: নিউ এজ, ৪ অগাস্ট ২০১৮

[৪৯] নিউএজ, ১৫ অগাস্ট ২০১৮; http://www.newagebd.net/article/48495

ঢাকার জিগাতলায় হেলমেট পরিহিত অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তরা নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায়। ছবি: নিউ এজ, ৫ অগাস্ট ২০১৮

১৩. গত ১৫ ডিসেম্বর নোয়াখালী-১ আসনে ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থী সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী মাহবুব উদ্দিন খোকন সোনাইমুড়ি বাজারে গণসংযোগ করার সময় আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীরা তাঁর ও তাঁর সঙ্গে থাকা নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালায়। এই সময় ঐক্যফ্রন্টের নেতা-কর্মীরা পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুললে সোনাইমুড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল মজিদের নেতৃত্বে পুলিশ সদস্যরা তাঁদের লক্ষ্য করে শটগান থেকে গুলি ছোঁড়ে। এই ঘটনায় মাহবুব উদ্দিন খোকনসহ ১১ জন গুলিবিদ্ধ হন।[৫০]

গুলিবিদ্ধ ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থী মাহবুব উদ্দিন খোকন। ছবি: মানবজমিন, ২০ ডিসেম্বর ২০১৮

[৫০] যুগান্তর ১৬ ডিসেম্বর ২০১৮, https://www.jugantor.com/politics/122424

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন

১৪. ২০১৮ সালে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ১২০ জন নিহত ও ৭,০৫১ জন আহত হয়েছেন। এই সময়ে আওয়ামী লীগের ২৮১টি ও বিএনপি'র ১৪টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৫৩ জন নিহত ও ৩,২২৫ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। অন্যদিকে বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৩ জন নিহত ও ১১৫ জন আহত হয়েছেন।

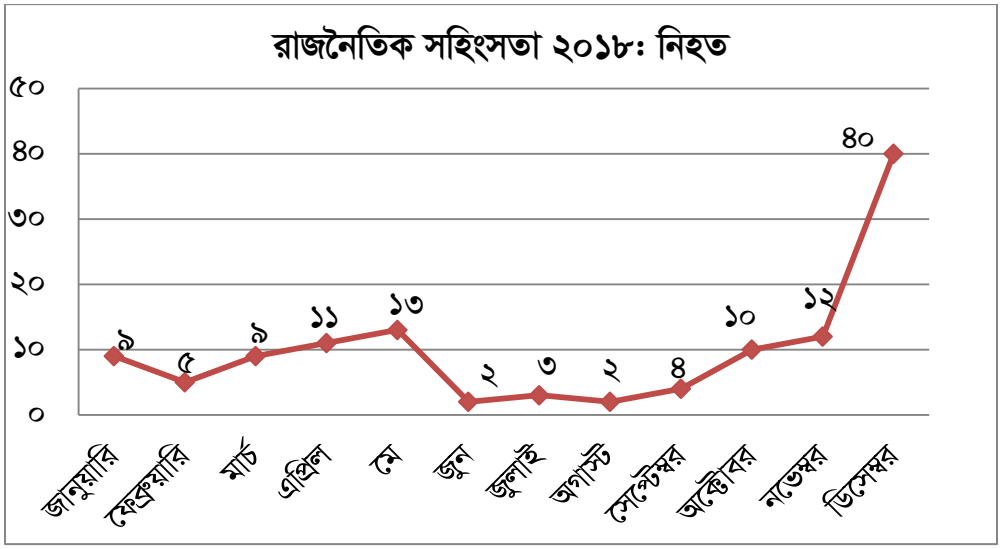

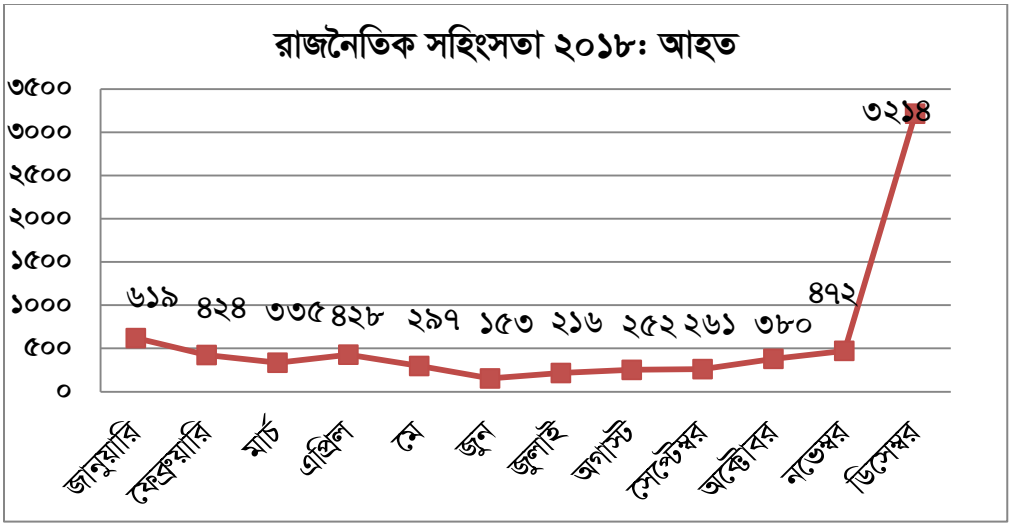

১৫. ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীরা গণতন্ত্র, জবাবদিহিতা ও আইনের শাসন না থাকায় দায়মুক্তি ভোগ করেছেন। ফলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এঁদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনার কোন প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। কয়েকটি

ঘটনায় অভিযুক্তদের আইনের আওতায় আনা হলেও তাঁরা আদালত থেকে বেকসুর খালাস পেয়ে যাচ্ছেন।[৫১] অনেক ঘটনার মধ্যে দুটো ঘটনার উদাহরণ দেয়া হলো:

১৬. গত ১ ডিসেম্বর রাজশাহী জেলার বাগমারা উপজেলায় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর মনোনয়ন নিয়ে বিরোধের কারণে তাহেরপুর ডিগ্রী কলেজের সামনে রাজশাহী-৪ আসনের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য এনামুল হক এবং বাগমারা পৌরসভার মেয়র আওয়ামী লীগ নেতা আবুল কালাম আজাদের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে যুবলীগ নেতা চঞ্চল কুমার (৩০) নিহত হন।[৫২] এছাড়া ৫ জন আহত হন।[৫৩]

নিহতযুবলীগ নেতা চঞ্চল কুমার। ছবি: যুগান্তর, ২ ডিসেম্বর ২০১৮

১৭. গত ৮ অগাস্ট বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) বরিশাল জেলা কমিটির সদস্য সচিব ডা. মনীষা চক্রবর্তী বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করতে গেলে ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতাকর্মীরা তাঁকে বাধা দেয় ও তাঁর কর্মীদের ওপর হামলা চালায়। এই ঘটনায় বাসদের ছাত্রসংগঠন সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের ৩ কর্মী আহত হন।[৫৪]

রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন

১৮. ২০১৮ সালেও বিরোধীদলীয় বিশেষত বিএনপি'র নেতাকর্মীসহ অনেক সাধারণ মানুষ গুম, বিচারবহির্ভুত হত্যাকাণ্ড এবং পায়ে গুলির শিকার হয়েছেন। ২০১৮ সালের ১৪ মে জেনেভায় জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সার্বজনীন নিয়মিত পর্যালোচনা বা ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউর[৫৫] তৃতীয় দফার আলোচনাতে গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং সেগুলোর বিচারহীনতার বিষয়টি বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির পর্যালোচনায় সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের বিষয় হিসেবে সামনে আসে। মানবাধিকার কাউন্সিলের ৩৮তম

[৫১] আবু বকরকে কেউ খুন করেনি/ প্রথম আলো, ২৬ জানুয়ারি ২০১৮; www.prothomalo.com/bangladesh/article/1417456/

[৫২] বাগমারায় ছুরিকাঘাতে যুবলীগ নেতা নিহত/যুগান্তর, ২ ডিসেম্বর ২০১৮/https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/117463

[৫৩] নিউ এজ, ২ ডিসেম্বর ২০১৮/http://www.newagebd.net/article/57663

[৫৪] ছাত্রলীগের হামলায় ছাত্রফ্রন্টের ৩ কর্মী আহত/ যুগান্তর, ৯ অগাস্ট ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/78714

[৫৫] বাংলাদেশ সরকারের প্রদত্ত প্রতিবেদন, জাতিসঙ্ঘের বিভিন্ন সংস্থার মানবাধিকার বিশেষজ্ঞদের প্রতিবেদন এবং বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও দেশীয় মানবাধিকার সংস্থা ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

অধিবেশনে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার জেইদ রা'দ আল হুসেইন মানবাধিকার পরিস্থিতি তদন্তে জাতিসংঘের অনুরোধে বাংলাদেশ সাড়া দিচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন।[৫৬]

নির্যাতন

১৯. ২০১৩ সালে 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন পাস হলেও বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে নির্যাতিত ব্যক্তি বা ব্যক্তির পরিবার এই আইনে মামলা করতে পারছেন না বা মামলা হলেও তা বিচারের মুখ দেখে নাই।

২০. গত ৫ সেপ্টেম্বর ঢাকার মহাখালী, তেজকুনিপাড়া ও বিজি প্রেস এলাকা থেকে কোটা সংস্কার ও নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে যুক্ত থাকার অভিযোগে ৩৮জন শিক্ষার্থীকে তুলে নিয়ে যায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা।[৫৭] গত ৬ সেপ্টেম্বর আটককৃতদের মধ্যে ২৬ জনকে ছেড়ে দেয়া হলেও আটকে রাখা হয় ১২ জনকে। যাঁদের ছেড়ে দেয়া হয় তাঁদের উদ্বৃতি দিয়ে তাঁদের অভিভাবকরা বলেন, সবাইকে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে। একজন অভিভাবক জানান, তাঁর ছেলের দুই হাত পিছমোড়া করে বেঁধে মারধর করা হয়েছে।[৫৮] গত ৮ নভেম্বর যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার মাটিকুমড়া গ্রামে পুলিশ মাদক উদ্ধার অভিযানের নামে ফারুক হোসেন ও আশরাফুল ইসলাম নামে দুই ব্যক্তিকে আটক করে তাঁদের ওপর নির্যাতন চালায় এবং পায়ে গুলি করে। পরবর্তীতে ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হলে অস্ত্রোপচার করে তাঁদের বাঁ পা হাঁটুর নিচ থেকে কেটে ফেলা হয়।[৫৯]

যশোরের আশরাফুল ইসলাম (বাঁয়ে) ও ফারুক হোসেন। দুজনই গুলিবিদ্ধ হয়ে বাঁ পা হারিয়েছেন। ছবিঃ প্রথম আলো ২৫ নভেম্বর ২০১৮

[৫৬] মানবাধিকার বিষয়ক তদন্তের অনুরোধে সাড়া দিচ্ছে না বাংলাদেশ : জাতিসঙ্ঘ/ নয়াদিগন্ত ১৯ জুন; www.dailynayadiganta.com/diplomacy/325952;

[৫৭] প্রথম আলো, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=1&edcode=71&pagedate=2018-09-10 ; নিউ এজ, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮; http://www.newagebd.net/article/50252/whereabouts-of-12-road-safety-protesters-unknown-after-4-days

[৫৮] প্রথম আলো, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮; https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=1&edcode=71&pagedate=2018-09-10

[৫৯] প্রথম আলো, ২৪ নভেম্বর ২০১৮; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1566554

বিচারবহির্ভুত হত্যাকাণ্ড

২১. *অধিকার* এর তথ্যানুযায়ী জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪৬৬ জন পুলিশ, র‍্যাব, ডিবি পুলিশ, বিজিবি, নিরাপত্তা বাহিনী এবং কোস্টগার্ডের হাতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ৪৬৬ জনের মধ্যে ৪৫৮ জন ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছেন। এছাড়া ৬ জন পুলিশ ও ডিবি পুলিশের নির্যাতনে মারা গেছেন। এই সময়ে ২ জন পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন।

২২. ২০১৮ সালে বিচারবহির্ভুত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ছিল ব্যাপক আকারে। বিশেষ করে আইন প্রয়োগকারীর সংস্থার সদস্যরা মে মাস থেকে 'মাদকবিরোধী অভিযানের' নামে ব্যাপকভাবে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড শুরু করে। গত ১৫ মে থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত 'মাদকবিরোধী অভিযানের' নামে ২৮৫ জনকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে কয়েকজন নিহতের স্বজনরা জানিয়েছেন যে, নিহত ব্যক্তিরা কোন অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না।

২৩. গত ৯ মে র‍্যাবের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জের রাজু প্রধান (১৮) এর পরিবার, এলাকাবাসী এবং একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রাজু প্রধান হত্যার প্রতিবাদে ৭ জুন ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন। রাজুর বাবা শামীম প্রধান বলেন, রাজু কোন ছিনতাইকারী বা চাঁদাবাজ ছিলো না। তার বিরুদ্ধে কোন থানায় কোন মামলা বা জিডি নাই। তাঁকে সম্পূর্ণ পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে।[৬০]

২৪. ২৬ মে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ পৌরসভার কাউন্সিলার একরামুল হককে র‍্যাব পরিকল্পিকতভাবে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ করে বিচার বিভাগীয় তদন্ত চেয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন তাঁর স্ত্রী আয়েশা খাতুন। তিনি মোবাইল ফোনে রেকর্ডকৃত তাঁর স্বামীকে হত্যার সময়ের ঘটনার অডিও প্রকাশ করেন, যাতে পুরো হত্যাকাণ্ডের ঘটনা উঠে আসে।[৬১] এছাড়া মাদক ব্যবসায়ীরা নিজেদের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধের মাধ্যমে নিহত হচ্ছেন বলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রচার করলেও কয়েকজন নিহতের স্বজন অভিযোগ করেন যে, তাঁদের স্বজনদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজন ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে।[৬২]

২৫. গত ২৮ মে তথাকথিত 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত আনিছুর রহমানের স্ত্রী নাজমা বেগম ৮ জুন সাতক্ষীরা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে বলেন, তাঁর স্বামী আনিসুর রহমানকে বাড়ি থেকে পুলিশ আটক করে চোখ বেঁধে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করে। অথচ পুলিশের দাবি চোরাচালানিদের মধ্যে তথাকথিত 'বন্দুকযুদ্ধে' আনিছুর

---

[৬০] 'পরিকল্পিতভাবে আমার ছেলেকে হত্যা করা হলো এখন পরিবারকে হুমকি' 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত রাজুর বাবার অভিযোগ/ ইত্তেফাক ৮ জুন ২০১৮/ http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/second-edition/2018/06/08/282336.html

[৬১] বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি একরামের স্ত্রীর/ মানবজমিন, ১ জুন ২০১৮; www.mzamin.com/article.php?mzamin=119731&cat=10/**একরাম**-

[৬২] মুন্সিগঞ্জ পুলিশের দাবি গত ২৯ মে দুই দল মাদক ব্যবসায়ীর মধ্যে 'বন্দুকযুদ্ধে' সুমন বিশ্বাস নামে এক মাদক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। কিন্তু সুমনের বড় বোন নূরজাহান বেগম *অধিকারের* কাছে অভিযোগ করেন গত ২৮ মে সদর থানার বাঁশতলা পানির ট্যাঙ্কের কাছ থেকে সুমনকে সাদা পোশাকের কয়েকজন পুলিশ আটক করে মারধর করে হাতিমারা পুলিশ ফাঁড়ির এস আই শামিমের কাছে হস্তান্তর করে। তাঁরা সুমনের খোঁজে পুলিশ ফাঁড়িতে এবং মুন্সিগঞ্জ সদর থানায় গেলে পুলিশ তাঁর আটকের বিষয়টি অস্বীকার করে। এরপর গত ২৯ মে তারা জানতে পারেন সুমন নিহত হয়েছে।

রহমান নিহত হয়েছেন।[৬৩] এই বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের মধ্যে রাজনৈতিক দলের কর্মীও রয়েছেন। ২৭ মে ঝিনাইদহে রফিকুল ইসলাম নামে একজন যুবদল নেতা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে।[৬৪]

মৃত্যুদণ্ড

২৬.দেশের প্রচলিত ফৌজদারি আইনে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে। বাংলাদেশের অকার্যকর ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার আওতায় কোন অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হলে, সরকার তার অপছন্দের ব্যক্তিটিকে বিচার ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে সেই দণ্ডের মাধ্যমে দীর্ঘদিন কারাভোগ করাতে পারে; যা কারাবন্দি ব্যক্তিটিকে যেকোন সময়ে দণ্ড কার্যকর হওয়ার আশঙ্কায় প্রচণ্ড মানসিক চাপে থাকতে হয়।

২৭. ২০১৮ সালে ৩১৯ জনকে নিম্ন আদালতে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি দেয়া হয়েছে।

গুম

২৮.২০১৮ সালে ৯৭ জনকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁদের গুম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ১২ জনের লাশ পাওয়া গেছে এবং ৬১ জনকে গুম করার পর পরবর্তীতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে বা তাঁদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত বাকি ২৪ জনের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

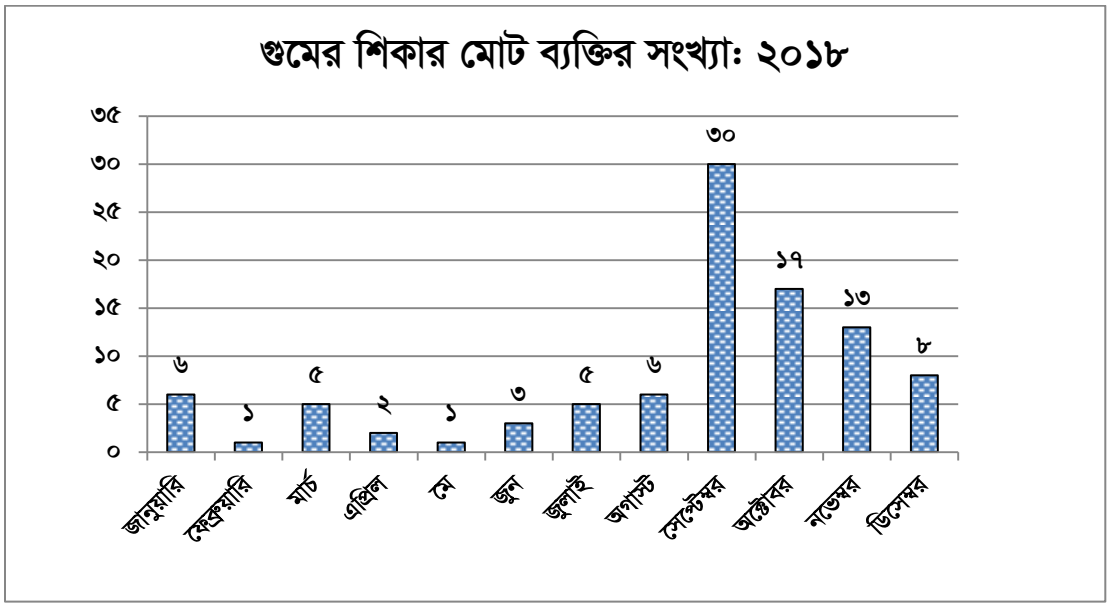

[৬৩] সাতক্ষীরায় বিচার চেয়ে স্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন; বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে 'বন্দুকযুদ্ধ'র নামে হত্যা/ যুগান্তর, ৯ জুন ২০১৮; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/57965/

[৬৪]*অধিকার* এর সাথে সংশ্লিষ্ট ঝিনাইদহের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

২৯.গুম মানবতা বিরোধী অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এবং ভিন্নমতাবলম্বীদেরকে দমনের জন্য রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। গুম নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদের অনুচ্ছেদ ৯[৬৫] ও ১৬[৬৬] এবং বাংলাদেশের সংবিধানের ৩১[৬৭], ৩২[৬৮] ও ৩৩[৬৯] অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন। ২০১৮ সালে, বিশেষ করে ৩০ ডিসেম্বরে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বিরোধীদলের নেতাকর্মীদেরকে গুম করা হয়। ভিকটিমদের পরিবার এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা দাবি করেছেন যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরাই তাঁদের ধরে নিয়ে গেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রথমে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি তারা অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে আটক ব্যক্তিটিকে জনসম্মুখে হাজির বা কোন থানায় নিয়ে হস্তান্তর করেছে অথবা আদালতে হাজির করেছে অথবা গুম হওয়া ব্যক্তিটির লাশ পাওয়া গেছে। পরিবারগুলোর পক্ষ হতে ক্রমাগত অভিযোগ করা সত্ত্বেও এই বিষয়ে কোন পদক্ষেপ না নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিনিয়ত গুমের বিষয়গুলো অস্বীকার করা হচ্ছে।

৩০.গত ১৪ মে জেনেভায় জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সার্বজনীন নিয়মিত পর্যালোচনা বা ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউর[৭০] তৃতীয় দফার আলোচনাতে বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্বদানকারী আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বাংলাদেশে গুমের ঘটনা ঘটছে এই বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। আইনমন্ত্রী বলেন, অপহরণের ঘটনাগুলোকে গুম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সমস্ত নিখোঁজের ঘটনাগুলোকে গুম হিসেবে আখ্যা দেয়ার একটি প্রবণতা চলছে।[৭১] আইনমন্ত্রী গুমের বিষয়টি অস্বীকার করলেও ২৬ মে ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গুম হওয়া ব্যক্তিদের স্বজনরা তাঁদের প্রিয়জনদের ঈদের[৭২] আগে ফিরে পাবার দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন

---

[৬৫] প্রত্যেককের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে। কাউকে খেয়াল-খুশিমত আটক অথবা গ্রেফতার করা যাবে না। আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট কারণ ও আইনানুগ পদ্ধতি ব্যতীত কাউকে তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

[৬৬] আইনের সামনে প্রত্যেকেরই ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার থাকিবে ।

[৬৭] আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

[৬৮]আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

[৬৯] (১) গ্রেফতারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। (২) গ্রেফতারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (গ্রেফতারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না। (৩) এই অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফার কোন কিছুই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, (ক) যিনি বর্তমান সময়ের জন্য বিদেশী শত্রু, অথবা
(খ) যাঁহাকে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বা আটক করা হইয়াছে। (৪) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইন কোন ব্যক্তিকে ছয় মাসের অধিককাল আটক রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না যদি সুপ্রীম কোর্টের বিচারক রহিয়াছেন বা ছিলেন কিংবা সুপ্রীম কোর্টের বিচারকপদে নিয়োগলাভের যোগ্যতা রাখেন, এইরূপ দুইজন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত একজন প্রবীণ কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত কোন উপদেষ্টা-পর্ষদ্ উক্ত ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পূর্বে তাঁহাকে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগদানের পর রিপোর্ট প্রদান না করিয়া থাকেন যে পর্ষদের মতে উক্ত ব্যক্তিকে তদতিরিক্তকাল আটক রাখিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে। (৫) নির্বতনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে আটক করা হইলে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আদেশদানের কারণ জ্ঞাপন করিবেন এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য-প্রকাশের জন্য তাঁহাকে যত সত্বর সম্ভব সুযোগদান করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তথ্যাদি-প্রকাশ জনস্বার্থবিরোধী বলিয়া মনে হইলে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ তাহা প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন। (৬) উপদেষ্টা-পর্ষদ কর্তৃক এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার অধীন তদন্তের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

[৭০] বাংলাদেশ সরকারের প্রদত্ত প্রতিবেদন, জাতিসঙ্ঘের বিভিন্ন সংস্থার মানবাধিকার বিশেষজ্ঞদের প্রতিবেদন এবং বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, আন্তর্জাতিক,আঞ্চলিক ও দেশীয় মানবাধিকার সংস্থা ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

[৭১] অধিকার এর ষনমাসিক প্রতিবেদন ২০১৮; http://odhikar.org/wp-content/uploads/2018/07/Six-Month-Report-2018_Ban.pdf

[৭২] ১৬ জুন ঈদুল ফিতর অনুষ্ঠিত হয়।

করেন। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনী কার্যক্রমে যেন জড়িত না হতে পারে এই উদ্দেশ্যে বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের গুম করা হয় এবং অনেককে পরবর্তীতে মামলা দিয়ে গ্রেফতার দেখানো হয় অথবা ছেড়ে দেয়া হয়।[৭৩]

৩১.২০১৮ সালে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয় দিয়ে ২৭ মার্চ রাজশাহী থেকে আসাদুজ্জামান,[৭৪] ৫ এপ্রিল লক্ষীপুর থেকে মোহাম্মদ মাসুদ ও সাইফুল ইসলাম,[৭৫] ৪ জুন ঢাকা থেকে ইসমাঈল হোসেন মানিক,[৭৬] ১৪ অগাস্ট যশোর থেকে আলতাফ হোসেন হাওলাদার,[৭৭] ৮ সেপ্টেম্বর ফরিদপুর থেকে সোহান শরিফ,[৭৮] ২৭ অক্টোবর পিরোজপুর থেকে হুমায়ুন কবির ওরফে জুলভার্ন,[৭৯] ২৬ নভেম্বর কুমিল্লা থেকে মোহাম্মদ রবিউল আউয়াল সোহাগ[৮০] সহ মোট ২৪ জনকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর এখনও পর্যন্ত তাঁরা ফিরে আসেননি।

৩২.এছাড়াও গুম হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে পরবর্তীতে যাঁদের লাশ পাওয়া গেছে, তাঁরা হলেন- কুষ্টিয়ার তৌহিদুল ইসলাম,[৮১] মানিকগঞ্জের নূর হোসেন বাবু, শিমুল আজাদ এবং সোহাগ ভুইয়া,[৮২] নারায়ণগঞ্জের আবুল হোসেন[৮৩], ফারুক হোসেন, সবুজ সরদার, জহিরুল ইসলাম ও লিটন[৮৪], ময়মনসিংহের শরিফ আহমেদ[৮৫], যশোরের আবু বকর[৮৬] এবং বিল্লু পারভেজ[৮৭]।

গণপিটুনিতে মৃত্যু

৩৩. ২০১৮ সালে গণপিটুনি দিয়ে ৪৮ জনকে হত্যা করা হয়।

---

[৭৩] নয়া দিগন্ত, ২ ডিসেম্বর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/369048/একের-পর-এক-তুলে

[৭৪] যুগান্তর, ৩০ মার্চ ২০১৮, https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/32973/%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%83%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%96%E0%A6%B1%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A7%80%E0%A6%B0

[৭৫] অধিকার এর সংগৃহিত তথ্য

[৭৬] নয়াদিগন্ত ৫ জুলাই ২০১৮, http://www.dailynayadiganta.com/city/330368/

[৭৭] মানবজমিন ২৯ অগাস্ট ২০১৮, http://mzamin.com/article.php?mzamin=132687&cat=9

[৭৮] অধিকার এর সংগৃহীত তথ্য

[৭৯] কালেরকণ্ঠ, ৩১ অক্টোবর ২০১৮, http://www.kalerkantho.com/print-edition/last-page/2018/10/31/697857

[৮০] যুগান্তর, ৬ ডিসেম্বর ২০১৮, https://www.jugantor.com/national/119274

[৮১] অধিকার এর সংগৃহীত তথ্য

[৮২] দি ডেইলি স্টার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮, https://www.thedailystar.net/backpage/news/murder-3-youths-nothing-known-none-arrested-1634413

[৮৩] প্রথম আলো, ২৭ অক্টোবর ২০১৮, https://epaper.prothomalo.com/?mod=1&pgnum=3&edcode=71&pagedate=2018-10-27

[৮৪] প্রথম আলো, ২৪ অক্টোবর ২০১৮, https://epaper.prothomalo.com/?pagedate=2018-10-24&edcode=71&subcode=71&mod=1&pgnum=1&type=a

[৮৫]দি ডেইলি স্টার, ১৫ অক্টোবর ২০১৮; https://www.thedailystar.net/country/news/drug-peddler-killed-mymensingh-gunfight-bangladesh-1646797

[৮৬]নিউ এজ, ২১ অক্টোবর ২০১৮; http://www.newagebd.net/article/53707/two-more-drug-peddlers-killed-in-gunfights

[৮৭]নিউ এজ, ২১ অক্টোবর ২০১৮; http://www.newagebd.net/article/53611/miscreant-killed-in-gunfight-in-jashore

৩৪.গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনায় জীবনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত সাংবিধানিক সুরক্ষা এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদের ৬ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘিত হচ্ছে। বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কমে যাওয়া, বিচারহীনতার সংস্কৃতি বজায় থাকা, আইনের সঠিক প্রয়োগের অভাব, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতি অবিশ্বাস ও সামাজিক অস্থিরতার কারণে দেশে প্রতি বছরই অপরাধী সন্দেহে গণপিটুনি দিয়ে মানুষদের হত্যা করা হচ্ছে।

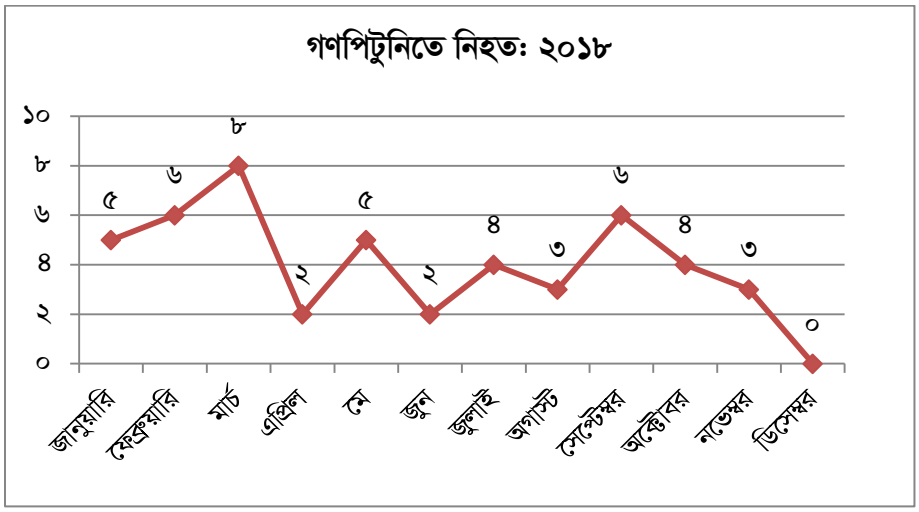

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা

নিবর্তনমূলক আইন

৩৫. **২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে ৪০ ব্যক্তিকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন এ গ্রেফতার করা হয় এবং অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ১৫ জনকে 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন'[৮৮] এ গ্রেফতার করা হয়েছে।**

৩৬. সরকার নিবর্তনমূলক আইন তৈরি করে নাগরিকের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাহত করেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ক্ষমতাসীনদলের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন ধরণের সমালোচনার কারণে ভিন্নমতের অনুসারী ও বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের ওপর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রয়োগ করে তাঁদের গ্রেফতারের ঘটনা ঘটেছে।

৩৭.নিরাপদ সড়কের দাবীতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে 'বিভ্রান্তিমূলক তথ্য' ও 'গুজব' ছড়িয়ে ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমকে উস্কানি দেয়া এবং প্রধানমন্ত্রীকে কটুক্তি করার অভিযোগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে ৮টি মামলা দায়ের করা হয় এবং ১৬ জনকে গ্রেফতার করে তাঁদের প্রতি অমানবিক আচরণ করার অভিযোগ পাওয়া

[৮৮] ডিজিটাল নিরাপত্তা বিল ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ এ জাতীয় সংসদে পাস হয় এবং ৮ অক্টোবর ২০১৮ তা আইনে পরিণত হয়।

যায়।[৮৯] গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়ার অন্তঃসত্ত্বা স্কুলশিক্ষিকা নুসরাত জাহান সোনিয়া[৯০], অভিনেত্রী কাজী নওশাবা আহমেদ[৯১], কফিশপের মালিক ফারিয়া মাহজাবিন[৯২] এবং কোটা সংস্কার আন্দোলনের যুগ্ম আহ্বায়ক লুৎফর নাহার লুমা[৯৩] রয়েছেন।

৩৮. ৯ অগাস্ট ফেসবুকে সরকার, আওয়ামী লীগ ও সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবার নিয়ে বিভিন্ন 'কটুক্তিমূলক' স্ট্যাটাস দেয়ার অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রাফসান আহমেদকে ক্যাম্পাস থেকে তুলে নিয়ে তাঁকে শাহবাগ থানায় সোপর্দ করে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। তাঁর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে মামলা দায়ের করা হয়।[৯৪] ঢাকা জেলার সাভারের স্থানীয় পত্রিকা দৈনিক ফুলকি'র অনলাইনে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কটুক্তি করার অভিযোগে পত্রিকার সম্পাদক নাজমুস সাকিবের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে মামলা দায়ের করেন সাভার উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শেখ ফরিদ আল রাজী।[৯৫]

৩৯. সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী এবং নাগরিক সমাজের তীব্র আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে ১৯ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদের অধিবেশনে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ পাশ করে সরকার।[৯৬] উল্লেখ্য তথ্যপ্রযুক্তি আইনের নিবর্তনমূলক ৫৭ ধারার বিষয়গুলোকে এই আইনের চারটি ধারায় (২৫, ২৮, ২৯ ও ৩১ এ) বিন্যস্ত করা হয়েছে। এইসব ধারায় বিভক্ত করে যেভাবে ৫৭ ধারাকে আরও কঠোর এবং অধিকতর শাস্তির বিধান সম্পন্ন করা হয়েছে তা সংবিধানের ৩৯(২) অনুচ্ছেদের পরিপন্থী এবং বাকস্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সুরক্ষার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।[৯৭]

৪০. গত ১১ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে ব্যঙ্গ করে ফেসবুকে পোস্ট দেয়ার অভিযোগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৫(২) ধারায় বিএনপি সমর্থক আবুল কাশেমকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।[৯৮]

---

[৮৯] নিউএজ, ১৬ অগাস্ট ২০১৮, http://www.newagebd.net/article/48495

[৯০] মানবজমিন, ৬ অগাস্ট ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=129425&cat=3/

[৯১] মানবজমিন, ৫ অগাস্ট ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=129278&cat=2/

[৯২] যুগান্তর, ১৮ অগাস্ট ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/81751/

[৯৩] প্রথম আলো, ১৫ অগাস্ট ২০১৮, https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1553718

[৯৪] যুগান্তর, ১০ অগাস্ট ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/79101/

[৯৫] যুগান্তর, ১১অগাস্ট ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/79468/

[৯৬] যুগান্তর, ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/92399/

[৯৭] দি ডেইলি স্টার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮;
https://www.thedailystar.net/bangla/%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%96%E0%A6%AC%E0%A6%B0/%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%9B%E0%A6%BF-98761

[৯৮] মানবজমিন ১৩ অক্টোবর ২০১৮, http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=139992&cat=2/

দ্রুত বিচার আইন সংশোধন

৪১. ১১ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে 'আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) আইন[৯৯]২০১৮ পাস হয়। এই আইনের অধীনে কোন ব্যক্তি অপরাধ করলে তাঁর সাজার মেয়াদ বাড়িয়ে সর্বনিম্ন দুই বছর ও সর্বোচ্চ পাঁচ বছরেরর জায়গায় সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডের বিধান সংযুক্ত করে তা সংশোধন করা হয়েছে।[১০০]

সরকারি চাকরি বিল-২০১৮ ও দায়মুক্তি

৪২. ২৪ অক্টোবর 'সরকারি চাকরি বিল-২০১৮' জাতীয় সংসদে পাশ হয়।[১০১] এই আইনের ৪১ ধারার উপধারা (১)[১০২] বৈষম্যমূলক ও সংবিধান পরিপন্থী। এই আইনে ফৌজদারি মামলায় সরকারি কর্মচারীদের গ্রেফতারের জন্য পূর্বানুমতির বিধানটি সংযুক্ত হওয়ার ফলে সরকারী কর্মচারীদের দায়মুক্তির পথ প্রশস্ত হবে এবং দুর্নীতি করার প্রবনতা আরো বৃদ্ধি পাবে।

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

৪৩. **২০১৮ সালে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে ৭১ জন সাংবাদিক আহত, ২২ জন লাঞ্ছিত, ১১ জন হুমকির সম্মুখীন হন এবং ১৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে ও ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।**

৪৪. ২০১৮ সাল জুড়ে সংবাদমাধ্যমগুলোতে সরকারের হস্তক্ষেপের কারণে সরকারের অনুকূলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আগের বছরগুলোর মতই অনেক সংবাদমাধ্যম সরকারের চাপে সেল্ফ সেন্সরশিপ করতে বাধ্য হয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে সাংবাদিকদের ওপর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা হামলা চালিয়েছে। নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো:

৪৫. গত ৫ অগাস্ট ঢাকার সায়েন্স ল্যাবরেটরি এবং এর আশেপাশে এলাকায় নিরাপদ সড়কের দাবীতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর সরকারদলীয় ব্যক্তিদের হামলার সংবাদ সংগ্রহ করতে যেয়ে তাদের হাতে হামলার শিকার হয়েছেন বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা। এই সময় সরকারদলীয় ব্যক্তিরা লাঠিসোঁটা, রড, রামদা দিয়ে সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালিয়ে তাঁদের গুরুতর আহত করে বলে অভিযোগ রয়েছে।[১০৩]

---

[৯৯] ২০১৪ সালের ৩ এপ্রিল এই আইন সংশোধন করে ৫ বছরের জন্য মেয়াদ বাড়ায় বর্তমান আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার। আইনটি ২০১৯ সালের ৭ এপ্রিল পর্যন্ত বহাল থাকবে।

[১০০] দ্রুত বিচার আইনে সাজা বাড়ল/ প্রথম আলো ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮; www.prothomalo.com/bangladesh/article/1429276/

[১০১] নয়াদিগন্ত ২৫ অক্টোবর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/more-news/359694/

[১০২] এই আইনের ৪১ ধারার উপধারা (১) এ বলা হয়েছে 'কোন সরকারী কর্মচারীর দায়িত্ব পালনের সহিত সম্পর্কিত অভিযোগে দায়েরকৃত ফৌজদারি মামলায় আদালত কর্তৃক অভিযোগপত্র গৃহীত হইবার পূর্বে, তাহাকে গ্রেফতার করিতে হইলে সরকার বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে'।

[১০৩] প্রথম আলো, ৬ অগাস্ট ২০১৮, https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1548116

ঢাকার সাইন্স ল্যাব চত্বরে পুলিশ বক্সের সামনে ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফার রাহাত করিমের ওপর আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগ কর্মীদের হামলার অভিযোগ। হামলায় রক্তাক্ত রাহাত করিম। ছবি: দি ডেইলি স্টার, ৬ অগাস্ট ২০১৮

৪৬. গত ৩০ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সংবাদ সংগ্রহের জন্য যুগান্তর ও যমুনা টিভিসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের কর্মী ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জে একটি গেস্ট হাউসে অবস্থান করছিলেন। গত ২৪ ডিসেম্বর রাতে একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত গেস্ট হাউসে অবস্থানকারী গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর হামলা চালালে ১০ জন গণমাধ্যমকর্মী আহত হন। এই সময় দুর্বৃত্তরা গণমাধ্যমকর্মীদের ব্যবহৃত ১৮টি গাড়ি ও গেস্ট হাউসের বিভিন্ন কক্ষ ভাংচুর করে।[১০৪]

৪৭. গত ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৭ আসনের শাহজাদপুর মডেল গভ. স্কুল কেন্দ্রে সংবাদ সংগ্রহে কর্তব্যরত ডেইলি স্টারের ফটোসাংবাদিক তাহসিনের ওপর হামলা চালায় নৌকা মার্কার ব্যাজ পরিহিত আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।[১০৫]

ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তিদের ওপর নিপীড়ন

৪৮. ২০১৮ সালে ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষমতাসীনদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক অসংখ্য মামলা দায়েরের ঘটনা ঘটেছে। এ সমস্ত মামলায় হাজির হতে যেয়ে তাঁরা ব্যাপকভাবে হয়রানী ও ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীদের হামলার শিকার হন।

৪৯. আওয়ামী লীগ সমর্থিত কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ইয়াসির আরাফাত তুষারের দায়ের করা একটি মানহানী মামলায়[১০৬] গত ২২ জুলাই সরকার কর্তৃক বন্ধ করে দেয়া দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান (৬৫) কুষ্টিয়ার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এমএম মোর্শেদের আদালতে হাজির হন। আদালত থেকে জামিনে মুক্ত হয়ে বের হওয়ার সময় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা মাহমুদুর রহমান এর ওপর

[১০৪] মানবজমিন ২৫ ডিসেম্বর ২০১৮; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=151428&cat=1

[১০৫] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮; http://www.bd-pratidin.com/last-page/2018/12/31/388303

[১০৬] ২০১৭ সালের ১ ডিসেম্বর এক আলোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর পিতা সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রীর ভাগ্নি ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিকির বিরুদ্ধে মন্তব্য করার অভিযোগে মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন জেলায় ৩৬টি মানহানি ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করা হয়।

হামলা চালিয়ে তাঁকে গুরুতর আহত করে এবং তাঁকে বহনকারী গাড়ী ভাংচুর করে। এই সময় কুষ্টিয়া সদর থানার ওসি নাসির উদ্দিন পুলিশ ফোর্স নিয়ে হাজির হলেও কোন ব্যবস্থা নেননি।[১০৭]

ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের হামলায় রক্তাক্ত মাহমুদুর রহমান কুষ্টিয়া আদালত চত্বর থেকে বের হচ্ছেন। ছবি: অধিকার

কুষ্টিয়া আদালত চত্বরে ছাত্রলীগের কর্মীদের হামলায় রক্তাক্ত মাহমুদুর রহমানকে গাড়িতে তোলা হয়। ছবি: প্রথম আলো, ২৩ জুলাই ২০১৮

৫০.আলোকচিত্রী শহীদুল আলম নিরাপদ সড়কের জন্য ছাত্রদের আন্দোলন নিয়ে ফেসবুকে কিছু ভিডিও পোস্ট করেন এবং ৫ অগাস্ট আলজাজিরায় এক সাক্ষাৎকারে বর্তমান সরকারকে অনির্বাচিত আখ্যায়িত করে সরকারের দুর্নীতি, ব্যাংক লুট, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন ও বিরোধীমতের লোকজনকে গুম করাসহ সরকারের নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেন।[১০৮] এরপর ৫ অগাস্ট রাতে শহীদুল আলমকে তাঁর ধানমন্ডির বাসা থেকে গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা তুলে নিয়ে যায় এবং তাঁর ওপর নির্যাতন করা হয়। পরবর্তীতে মিথ্যা তথ্য প্রচার ও গুজব ছড়ানোর অভিযোগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।[১০৯]

[১০৭] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কুষ্টিয়ার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন। কুষ্টিয়ায় ছাত্রলীগের হামলায় রক্তাক্ত মাহমুদুর রহমান/ নয়াদিগন্ত ২৩ জুলাই ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/335271 /

[১০৮] https://www.youtube.com/watch?v=m8E1C7H4EhE

[১০৯] যুগান্তর, ৭ অগাস্ট ২০১৮; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/77899/

আলোকচিত্রী শহীদুল আলমকে গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা খালি পায়ে আদালতে হাজির করে। ছবি: ডেইলি স্টার, ৭ অগাস্ট ২০১৮

৫১. গত ৯ অক্টোবরে বেসরকারি সময় টিভির টকশোতে বর্তমান সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করার অভিযোগে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি এবং জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট এর নেতা ডাক্তার জাফরউল্লাহ চৌধুরীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা হয়।[১১০] এরপর ১৫ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত ডা. জাফরউল্লাহ চৌধুরীসহ তিনজনের বিরুদ্ধে আশুলিয়া ও সাভার থানায় ৪টি মামলা দায়ের করা হয়।[১১১] ২৬ অক্টোবর গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মালিকানাধীন আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র (পিএইচএ) ভবন দখল করার জন্য সেখানে হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও লুটপাট করে ঢাকা জেলার সাভার উপজেলা আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বে একদল দুর্বৃত্ত। এই সময় দুর্বৃত্তরা ছাত্রীদের আবাসিক হলে ঢুকে ছাত্রীদের লাঞ্ছিত করে। ঘটনাটি তাৎক্ষণিকভাবে আশুলিয়া থানাকে জানানো হলেও সেই থানার পুলিশ এই বিষয়ে কোন ব্যবস্থা নেয়নি।[১১২]

৫২. গত ৪ নভেম্বর একটি মানহানীর মামলায়[১১৩] সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ও দৈনিক নিউ নেশন পত্রিকার প্রকাশক ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন রংপুর অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে

[১১০] যুগান্তর, ১৬ অক্টাবর ২০১৮; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/101343/

[১১১] প্রথম আলো, ২৬ অক্টোবর ২০১৮; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1562736

[১১২] নয়াদিগন্ত, ২৭ অক্টোবর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/360162/

[১১৩] ১৬ অক্টোবর ২০১৮ সালে একাত্তর টেলিভিশনের টকশোতে মাসুদা ভাট্টি নামে এক সরকার সমর্থক সাংবাদিক ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনকে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধি বলে উল্লেখ করলে তিনি এর জবাব দিতে গিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে 'চরিত্রহীন বলে মনে করতে চাই' বলে মন্তব্য করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২২ অক্টোবর ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনকেএকটি মানহানি মামলায় গ্রেফতার করে গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের

পুলিশ হেফাজতে হাজির হতে গেলে আদালত প্রাঙ্গনে তাঁর ওপর হামলা করে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অংগ সংগঠনের নেতাকর্মীরা।[১১৪]

‘চরমপন্থা’ও মানবাধিকার

৫৩. সরকারের ক্রমাগত সভা-সমাবেশে বাধা প্রদান, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার হরণ এবং সর্বোপরি বিচারহীনতার কারণে সমাজে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। ‘চরমপন্থী’ দমনের নামে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর পরিচালিত অভিযানের সময় নারী ও শিশুর মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে।[১১৫] চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে সত্যিকার অর্থে কি ঘটেছিল এবং ঘটছে সেই সম্পর্কে জনগণের মধ্যে স্বচ্ছ কোনো ধারণা নাই।[১১৬] এই ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পক্ষ থেকে যা জানানো হয় সেটাই মেনে নিতে হয়।

৫৪. গত ১২ জানুয়ারি ঢাকার নাখালপাড়ায় র‍্যাব অভিযান চালালে তিনজন ‘চরমপন্থী’ নিহত হন।[১১৭] ৪ অক্টোবর চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলার সোনাপাহাড় এলাকায় ‘চরমপন্থী আস্তানায়’ র‍্যাবের অভিযান চলাকালে আত্মঘাতি বোমা হামলায় দুই জন ‘চরমপন্থী’ নিহত হন।[১১৮] ১৬ অক্টোবর নরসিংদী জেলার মাধবদী উপজেলার শেখেরচর ভগীরথপুর এলাকায় ‘চরমপন্থী আস্তানায়’ পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিট অভিযান চালালে একজন নারী ও একজন পুরুষ ‘চরমপন্থী’ নিহত হন।[১১৯]

শ্রমিকদের অধিকার

৫৫. ২০১৮ সালেও বরাবরের মত বিভিন্নভাবে শ্রমিকদের অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। শ্রমিকদের ন্যুনতম মজুরি নির্ধারন, বকেয়া বেতনসহ অন্যান্য দাবিতে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। এই সকল ঘটনায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও মালিকপক্ষের হাতে অনেক শ্রমিক আহত হয়েছেন এবং কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিককে ধর্ষণ করার মত

বিরুদ্ধে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় মাসুদা ভাট্টিসহ ক্ষমতাসীনদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ ২২টি মামলা দায়ের করেন।

[১১৪] নয়াদিগন্ত, ৫ নভেম্বর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/362451/

[১১৫] অপারেশন হিট ব্যাক: বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন সাত লাশের চারটিই শিশুর/ প্রথম আলো, ১ এপ্রিল ২০১৭; www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1130046/

[১১৬] নিউ এজ, ২৯ এপ্রিল ২০১৭; http://www.newagebd.net/article/14532/extremism-tackling-narrative-warrants-transparency এবং ডেইলি স্টার, ২২ জানুয়ারি ২০১৮; http://www.thedailystar.net/city/last-3-militants-identified-1523158

[১১৭] প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পেছনে আস্তানা, র‍্যাবের অভিযানে তিন জঙ্গি নিহত/যুগান্তর ১৩ জানুয়ারি ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/6092/

[১১৮] ডেইলি স্টার ২২ জানুয়ারি ২০১৮, http://www.thedailystar.net/city/last-3-militants-identified-1523158

[১১৯] যুগান্তর, ১৭ অক্টোবর ২০১৮; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/101703/

ঘটনাও ঘটেছে।[১২০] এছাড়া কর্মক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সুরক্ষা সরঞ্জামাদি না থাকায় বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকদের হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। প্রবাসী বাংলাদেশী নারী শ্রমিকদের ওপর যৌন হয়রানিসহ নানা ধরনের নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে এবং এইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোর অসহযোগিতার অনেক অভিযোগও এসেছে।[১২১]

আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্র (ফরমাল সেক্টর)

৫৬. **২০১৮ সালে তৈরি পোশাক কারখানায় ২ জন শ্রমিক নিহত এবং ৩৩২ জন আহত হয়েছেন । এছাড়াও ১ জন নারী শ্রমিককে ধর্ষণ করা হয়েছে। আহত ৩৩২ জন শ্রমিকের মধ্যে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করার সময় পুলিশের হামলায় আহত হন ২৭২ জন, মালিকপক্ষের হামলায় ৫৮ জন এবং ২ জন আগুনে পুড়ে আহত হন।**

৫৭. গত ৩১ জানুয়ারি ঢাকার রামপুরায় অবস্থিত আশিয়ানা নামে একটি পোশাক শিল্প কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতন ও শ্রমিকদের ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে কাওরান বাজারে বিজিএমইএ ভবন ঘেরাও কর্মসূচিতে যোগ দিতে গেলে বিজিএমইএ'র কর্মচারীরা লাঠিসোঁটা নিয়ে তাঁদের ওপর হামলা চালায়। এতে শ্রমিকসহ অন্তত ২০ জন আহত হন।[১২২]

৫৮. গত ১৫ মার্চ ঢাকা জেলার আশুলিয়ায় ইউনাইটেড ট্রাউজারস গার্মেন্টস নামে একটি পোশাক তৈরীর কারখানার শ্রমিকরা প্রতি মাসের বেতন ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধের জন্য কর্মবিরতি শেষে কারখানার গেটে অবস্থান নিতে গেলে মালিকপক্ষের নির্দেশে শিল্প পুলিশ শ্রমিকদের কারখানা প্রাঙ্গন থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ করে।[১২৩]

৫৯. গত ৩১ মার্চ ঢাকার কাজীপাড়ায় সাদিক এমব্রডায়রী কারখানায় ইলেকট্রিক শক সার্কিটের মাধ্যমে আগুন ধরে গেলে মোহাম্মদ মাসুম (১৭) নামের এক শ্রমিক আগুনে পুড়ে মারা যান। এছাড়া মোহাম্মদ মাইনুদ্দিন (২১) এবং আল আমিন (২০) নামের আরও দুই শ্রমিক আগুনে পুড়ে আহত হন।[১২৪]

৬০. গত ৫ মে সাভারের উলাইল এলাকায় এইচ আর টেক্সটাইল মিলের ভেতরে রাশেদুল ইসলাম (২৮) নামের এক পোশাক শ্রমিক কর্মরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়লে কর্তৃপক্ষের কাছে ছুটির আবেদন করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ছুটি না দিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে বলে। রাশেদুল কর্মরত অবস্থায় বিকেল ৩টায় অচেতন হয়ে পড়ে গেলে অন্য

---

[১২০] সাভারে কারখানায় সহকর্মীকে ধর্ষণের অভিযোগ/ প্রথম আলো ২৮ মে ২০১৮; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1498016

[১২১] সাক্ষাৎকার ছাড়া নারী কর্মীদের বিদেশ যাওয়ার ক্লিয়ারেন্স নয়/ নয়াদিগন্ত ১১ জুন ২০১৮/ www.dailynayadiganta.com/first-page/324510 / এবং Overseas jobs shrinking, Abused female workers returning home empty-handed / নিউএজ ১০ জুন ২০১৮/ http://www.newagebd.net/article/43316/overseas-jobs-shrinking

[১২২] নয়াদিগন্ত, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/290067

[১২৩] শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষ আশুলিয়ায় আহত ২০/ নয়াদিগন্ত ১৭ মার্চ ২০১৮/ http://dailynayadiganta.com/detail/news/302376 ,নিউএজ ১৭ মার্চ ২০১৮, http://www.newagebd.net/article/36932

[১২৪] মানবজমিন, ১ এপ্রিল ২০১৮; www.mzamin.com/article.php?mzamin=111392&cat=10

শ্রমিকরা তাঁকে কারখানার চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক রাশেদুলকে মৃত ঘোষণা করেন।[১২৫]

৬১. গত ২৩ মে ঢাকা জেলার আশুলিয়ার কাঠগড়া এলাকায় পেন্টা ফোর্থ অ্যাপারেলস লিমিটেড পোশাক কারখানায় রাতের শিফটে কাজ করার সময় রাত আনুমানিক তিনটায় এক নারী পোশাককর্মীকে ধর্ষণ করে ঐ কারখানার দুই কর্মকর্তা।[১২৬] পুলিশ অভিযুক্ত দুই কর্মকতা শাহিনুর ও রুবেলকে গ্রেফতার করে।[১২৭]

ইনফরমাল সেক্টরে নিয়োজিত শ্রমিকদের অবস্থা

৬২. ২০১৮ সালে অন্যান্য শিল্পে নিয়োজিত ৮৬ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৭৫ জন নির্মাণ শ্রমিক, ১ জন জুতা কারখানার শ্রমিক, ১ জন সেপটিক ট্যাংক পরিচ্ছন্নতাকারী শ্রমিক, ৩ জন দিনমজুর, ১ জন পানির পাম্প কারখানার শ্রমিক, ২ জন পেইন্টার, ২ জন ন্যাশনাল ফ্যান কারখানার শ্রমিক এবং ১ জন রাইস মিলের শ্রমিক। এছাড়া ৫৫ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ২৬ জন নির্মাণ শ্রমিক, ৩ জন জুতা কারখানার শ্রমিক, ১ জন দিন মজুর, ৪ জন নাসির অটোমোবাইল কারখানার শ্রমিক, ২০ জন ন্যাশনাল ফ্যান কারখানার শ্রমিক এবং ১ জন রাইস মিলের শ্রমিক।

অভিবাসী শ্রমিকদের অবস্থা

৬৩. বাংলাদেশের রেমিটেন্স অর্জনের একটি বড় ক্ষেত্র হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য। কিন্তু সেখানেই নারী শ্রমিকদের ওপর যৌন নির্যাতনসহ নানা ধরনের নিপীড়ন বহুবছর যাবৎ চলে আসছে। অথচ সরকার প্রবাসী নারী শ্রমিকদের সুরক্ষার বিষয়ে কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। ফলে প্রতি বছরই নারী শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরণের প্রতারণা ও অত্যাচারের শিকার হয়ে খালি হাতে দেশে ফিরছেন। ২০১৮ সালে সৌদি আরবে নিয়োগকর্তা কর্তৃক যৌন নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের নিপীড়নের শিকার হয়ে কয়েক শ' নারী শ্রমিক পালিয়ে এসে সৌদী আরবে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের সেল্টার হোমে অবস্থান নেন। এরপর সরকারের সহায়তায় তাঁরা দেশে ফিরে আসেন। কয়েক দফায় নারী শ্রমিকরা দেশে ফিরে তাঁদের ওপর যৌন নির্যাতনসহ বেতন না দেয়া এবং পর্যাপ্ত খাবার না দেয়ার অভিযোগ করেন। তাঁরা ভবিষ্যতে বিদেশে নারী কর্মী না পাঠাতেও সরকারের কাছে অনুরোধ করেন।[১২৮]

৬৪. ২০১৬ সালে মালয়েশিয়ায় অভিবাসী শ্রমিক পাঠাবার ব্যাপারে বাংলাদেশের ১০টি এজেন্সিকে মালয়েশিয়া সরকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। ২০১৮ সালে মালয়েশিয়া সরকার বাংলাদেশের শ্রমিকদের মানব পাচারের

---

[১২৫] প্রথম আলো, ৬ মে ২০১৮

[১২৬] সাভারে কারখানায় সহকর্মীকে ধর্ষণের অভিযোগ/ প্রথম আলো ২৮ মে ২০১৮, https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1498016

[১২৭] যুগান্তর, ২৯ মে ২০১৮, https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/54024

[১২৮] Overseas jobs shrinking, Abused female workers returning home empty-handed / নিউএজ ১০ জুন ২০১৮/; http://www.newagebd.net/article/43316/overseas-jobs-shrinking ; সাক্ষাৎকার ছাড়া নারী কর্মীদের বিদেশ যাওয়ার ক্লিয়ারেন্স নয়/ নয়াদিগন্ত ১১ জুন ২০১৮; www.dailynayadiganta.com/first-page/324510 /

মাধ্যমে সেদেশে পাঠানোর কারণ দেখিয়ে বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় অভিবাসী শ্রমিকদের পাঠানোর চলতি পদ্ধতি বন্ধের ঘোষণা দেয়। গত ২২ জুন মালয়েশিয়া ভিত্তিক সংবাদপত্র দ্য স্টার এর এক প্রতিবেদনে বলা হয় বাংলাদেশী এক ব্যবসায়ীর নেতৃত্বে মানবপাচারের একটি সংঘবদ্ধ চক্র গত দুই বছরে প্রায় এক লাখের বেশি বাংলাদেশী শ্রমিককে মালয়েশিয়ায় পাঠিয়ে এই অভিবাসী শ্রমিকদের কাছ থেকে প্রায় ৪ হাজার ২১৮ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। এই চক্রটির সঙ্গে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও রাজনৈতিক মহলে যোগাযোগ আছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।[১২৯]

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার

৬৫. ২০১৮ সালে দেশের বিভিন্ন জেলায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ঘর-বাড়ি ও উপাসনালয়গুলোতে হামলা, ভাঙচুর, আগুন দেয়া এবং প্রতিমা ভেঙ্গে ফেলার ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তাঁদের ওপর হামলার ঘটনাও ঘটেছে। এইসব ঘটনাগুলোতে সরকারদলীয় ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ রয়েছে।[১৩০] সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপরে ও তাঁদের উপাসনালয়ে সংঘটিত হামলার ঘটনাগুলোর বিচার না হওয়া এবং সেই ঘটনাগুলো রাজনীতিকীকরণের কারণে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে।[১৩১]

৬৬. গত ৬ অক্টোবর পিরোজপুর সদর উপজেলার পাঁচপাড়া বাজারে অবস্থিত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ভাংচুর করার অভিযোগে ঐ মন্দির কমিটির সভাপতি সুভাষ চন্দ্র মিস্ত্রি বাদি হয়ে পিরোজপুর জেলা আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক এবং মল্লিক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট শহিদুল ইসলামকে প্রধান আসামী করে সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।[১৩২] এছাড়া ৭ অক্টোবর গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার বটতলা কালী মন্দির ও রাধা গোবিন্দ মন্দিরের ছয়টি প্রতিমা[১৩৩] এবং ২২ অক্টোবর রাতে খাগড়াছড়ি জেলার গুইমারায় একটি বৌদ্ধ বিহারে হামলা চালিয়ে একটি বুদ্ধমূর্তি ও স্থাপনা[১৩৪] ভাংচুর করে দুর্বৃত্তরা।

৬৭. গত ১৭ ডিসেম্বর ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার আলমপুরে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ছয়টি বসতবাড়ি পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়ার ঘটনায় গোয়েন্দা পুলিশ আওয়ামী লীগ নেতা আলাউদ্দিনকে আটক করে।[১৩৫] একইদিনে কুমিল্লা-৩ আসনে ঐক্যফ্রন্ট প্রার্থীর পক্ষে

---

[১২৯] দি স্টার অনলাইন (মালয়শিয়া), ২২ জুন ২০১৮; https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/06/22/human-traffickers-made-rm2bil-syndicate-smuggled-in-over-100000-workers-from-bangladesh

[১৩০] যুগান্তর, ১৮ ডিসেম্বর ২০১৮; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/123125/

[১৩১] সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনার দায়ে বিরোধী রাজনৈতিক দল বা ধর্মীয় গোষ্ঠিকে অভিযুক্ত করা হয়ে থাকে যদিও প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা ভিন্ন কথা বলে। গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ সালে রামু ও কক্সবাজারে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনায় অধিকার এর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন দেখুন। http://odhikar.org/wp-content/uploads/2012/10/Fact-finding-report-other-Ramu-2012-Bang.pdf

[১৩২] নয়াদিগন্ত, ৯ অক্টোবর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/city/355440/

[১৩৩] নয়াদিগন্ত, ৯ অক্টোবর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/more-news/355488/

[১৩৪] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৪ অক্টোবর ২০১৮; http://www.bd-pratidin.com/last-page/2018/10/24/370587

[১৩৫] যুগান্তর, ১৮ ডিসেম্বর ২০১৮; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/123125/

গণসংযোগে অংশ নেয়ায় হিন্দু সম্প্রদায়ের রামকৃষ্ণ সাহা ও রতন কুমার দাসকে পূর্বদইর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন এর নেতৃত্বে একদল দুর্বৃত্ত কুপিয়ে জখম করে।[১৩৬]

নারীর প্রতি সহিংসতা

৬৮. ২০১৮ সালে ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, যৌতুক সহিংসতা, এসিড নিক্ষেপ, বখাটেদের আক্রমণসহ পারিবারিক সহিংসতার শিকার হন অনেক নারী ও মেয়ে শিশু। ৩০ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বিএনপি'র এক নারী সমর্থককে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[১৩৭] আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ না হওয়া, পুলিশি হয়রানি, বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রীতা, ভিকটিম ও সাক্ষিদের সুরক্ষা আইন না থাকা, রাজনৈতিকভাবে প্রভাব বিস্তার ও অভিযুক্তদের দায়মুক্তির কারণে এই সকল সহিংসতার ঘটনাগুলোর কোনো দৃষ্টান্তমূলক বিচার হচ্ছে না। যার কারণে নারীর প্রতি সহিংসতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ২০১৮ সালেও 'বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭' এর ১৯ ধারাটি বাল্য বিয়ের সুযোগ তৈরি করতে সহায়ক হিসেবে কাজ করছে।

ধর্ষণ

৬৯. **২০১৮ সালে মোট ৬৩৫ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ১৭৬ জন নারী, ৪৫৭ জন মেয়ে শিশু ও ২ জনের বয়স জানা যায়নি। ঐ ১৭৬ জন নারীর মধ্যে ৮৯ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন ও ১৫ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া ধর্ষণের শিকার একজন নারী আত্মহত্যা করেন। ৪৫৭ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৮৮ জন গণধর্ষণের শিকার ও ৩২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া ধর্ষণের শিকার একজন মেয়ে শিশু আত্মহত্যা করেন। এই সময়ে ৭৩ জন নারী ও মেয়ে শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।**

৭০. **২০১৮ সালে মোট ৫ জন নারী পুলিশ, বিজিবি এবং সেনাসদস্য কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ৪ জন মেয়ে শিশু।**

[১৩৬] নয়াদিগন্ত, ১৯ ডিসেম্বর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/city/373650

[১৩৭] প্রথম আলো, ২ জানুয়ারি ২০১৯; নোয়াখালীতে ধানের শীষে ভোট দেয়ায় গৃহবধূকে ধর্ষণ,নয়াদিগন্ত, ২ জানুয়ারি ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/bangla-diganta/377240

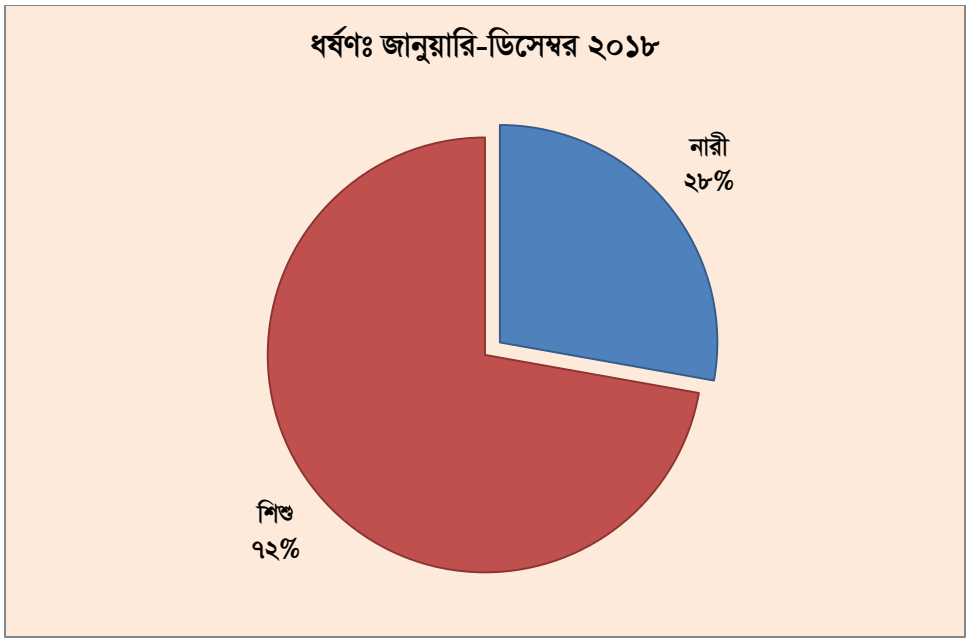

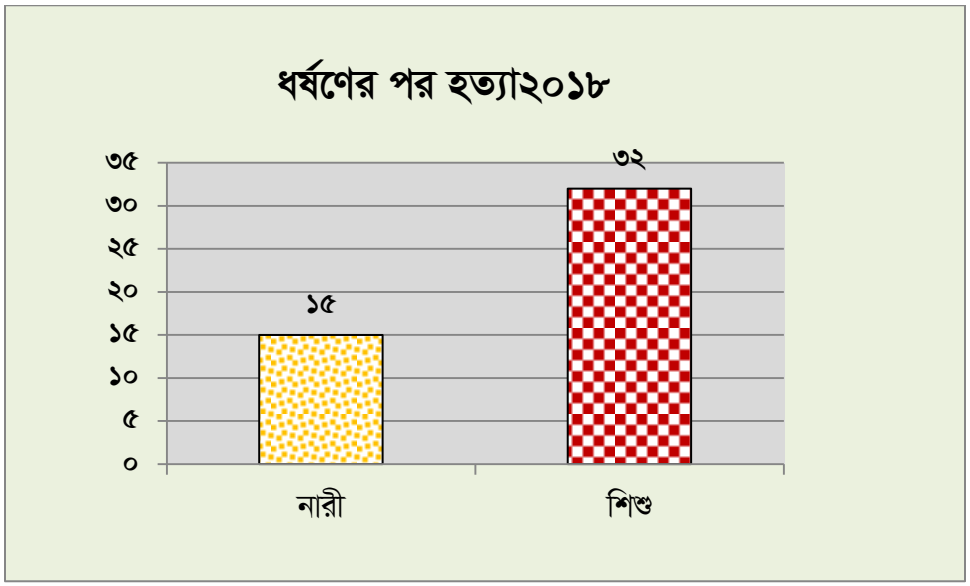

৭১. একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরের দিন ৩১ ডিসেম্বর রাতে নোয়াখালীর সূবর্ণচর উপজেলার চরজুবলি ইউনিয়নে এক নারীকে সরকারিদল আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর নৌকা প্রতীকে ভোট না দিয়ে বিএনপি'র মনোনীত প্রার্থীর ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেয়ার কারণে মোশারফ, সালাহউদ্দিনসহ ৯ জন আওয়ামী লীগ কর্মী ও সমর্থক তাঁর বাড়িতে হামলা করে তাঁর স্বামী ও সন্তানকে বেঁধে রেখে গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ রয়েছে।[১৩৮]

[১৩৮] প্রথম আলো, ২ জানুয়ারি ২০১৯; নোয়াখালীতে ধানের শীষে ভোট দেয়ায় গৃহবধূকে ধর্ষণ,নয়াদিগন্ত, ২ জানুয়ারি ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/bangla-diganta/377240

নৌকায় ভোট না দেয়ায় এক নারীকে গণধর্ষণের প্রতিবাদে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ। ছবি: নয়াদিগন্ত, ২ জানুয়ারি ২০১৯

যৌন হয়রানি

৭২. **২০১৮ সালে মোট ১৫৭ জন নারী ও মেয়ে শিশু যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৯ জন আত্মহত্যা করেছেন, ২ জন নিহত, ৩৩ জন আহত, ২৭ জন লাঞ্ছিত, ৪ জন অপহৃত এবং ৮২ জন বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হয়েছেন।**

৭৩. গত ২৭ নভেম্বর ঢাকার গোপীবাগ এলাকায় শারমিন আক্তার (১৫) নামের এক স্কুলছাত্রীকে সোহেল নামের এক যুবক কুপিয়ে হত্যা করে। এই সময়ে পথচারীরা সোহেলকে ধাওয়া করে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। নিহতের পরিবারের অভিযোগ সোহেল প্রায়ই শারমিনকে উত্ত্যক্ত করে আসছিলো। এই ঘটনার ব্যাপরে ৩ মাস আগে তাঁরা ওয়ারি থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন। কিন্তু পুলিশ কোনো ভূমিকা না নেয়ায় সোহেল শারমিনকে আরো বেশি মাত্রায় উত্ত্যক্ত করতে থাকে।[১৩৯]

যৌতুক

৭৪. **২০১৮ সালে মোট ১৪২ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৭১ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে। ৬৯ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন এবং ২ জন আত্মহত্যা করেছেন।**

[১৩৯] নয়া দিগন্ত, ২৮ নভেম্বর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/last-page/367972

৭৫. গত ১ ডিসেম্বর গোপালগঞ্জ জেলার মকসুদপুরে ৩ লাখ টাকা যৌতুকের দাবিতে মিতালি নামের এক গৃহবধূকে তাঁর স্বামী তাপস বাড়ৈ শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[১৪০]

এসিড সহিংসতা

৭৬. ২০১৮ সালে মোট ২৬ জন এসিড সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১১ জন নারী, ৬ জন মেয়ে শিশু, ৫ জন পুরুষ এবং ৪ জন ছেলে শিশু।

এসিড সহিংসতার কারণঃ জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৮						
ক্রমিক নং	**এসিড সহিংসতার কারণ**	**নারী**	**মেয়ে শিশু**	**পুরুষ**	**ছেলে শিশু**	**মোট**
১	স্ত্রী বাইরে কাজ করতে চাইলে স্বামী এসিড ছুঁড়ে মারে	১	০	০	০	১
২	বিয়ে/ভালবাসা/ যৌন প্রস্তাব প্রত্যাখান	০	৪	১	০	৫
৩	বিবাহ সমস্যা/পারিবারিক বিরোধ	২	১	২	৩	৮
৪	জমি নিয়ে বিরোধ	১	০	০	০	১
৫	পূর্ব শত্রুতা	২	০	০	০	২
৬	অভিযুক্ত অপরাধীর বিরুদ্ধে একজন মহিলা মামলা প্রত্যাহার করেননি	১	০	০	০	১
৭	একজন শিক্ষার্থী নিরাপদ সড়কের দাবিতে প্রতিবাদ করতে থাকলে এক শিক্ষক এসিড নিক্ষেপ করেন	০	০	০	১	১
৮	কারণ জানা যায়নি	৪	১	২	০	৭
	মোট	**১১**	৬	৫	৪	২৬

৭৭. গত ২ জুলাই ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার শশীভূষণে প্রেমের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়ায় আয়শা নামের এক স্কুলছাত্রীর ওপর এসিড নিক্ষেপ করে দুর্বৃত্তরা। এই ঘটনায় পুলিশ জুলহাস, খালেদ, রাকিব, আইমান ও তমালকে গ্রেফতার করেছে।[১৪১]

[১৪০] যুগান্তর, ২ ডিসেম্বর ২০১৮, https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/117658
[১৪১] যুগান্তর, ৩ জুলাই ২০১৮; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/65798

প্রতিবেশী রাষ্ট্র: ভারত ও মিয়ানমার

বাংলাদেশের ওপর ভারতীয় হস্তক্ষেপ

৭৮.২০১৮ সালে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র হাতে ১১ জন নিহত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৮ জন গুলিতে ও ৩ জন নির্যাতনে নিহত হয়েছেন। এছাড়া ২৪ জন বিএসএফ'র হাতে আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১৭ গুলিতে, ৫ জন নির্যাতনে এবং ২ জন বোমা নিক্ষেপে আহত হয়েছেন। এই সময়ে ১৬ জন অপহৃত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

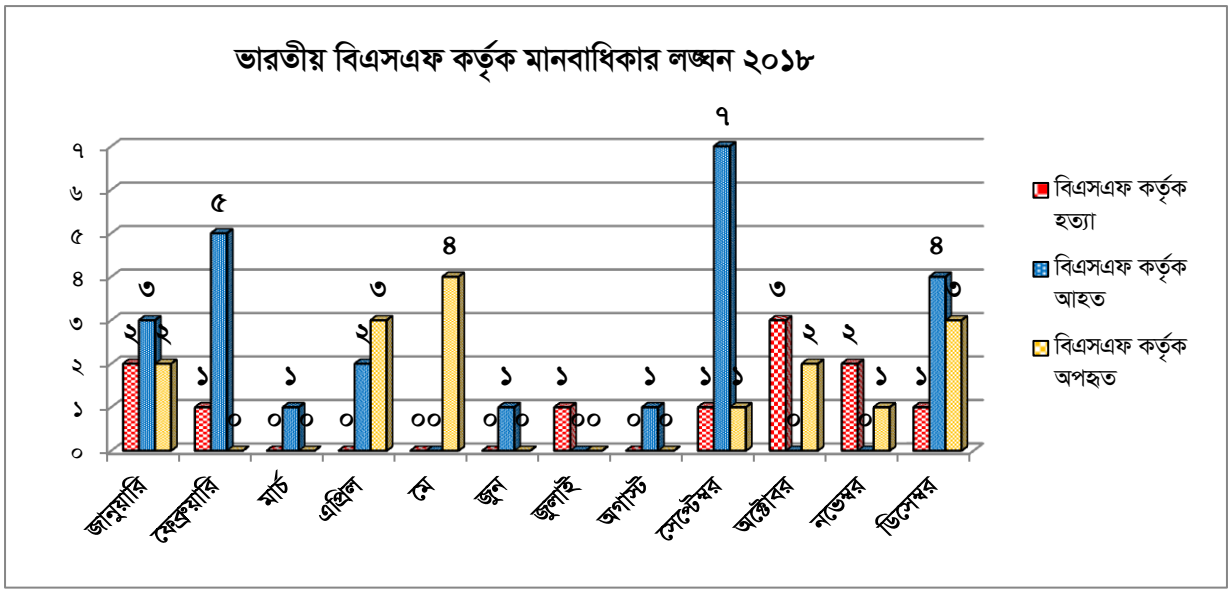

৭৯.ভারত বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ওপর হস্তক্ষেপ অব্যাহত রেখেছে। যার অংশ হিসাবে ভারত সরকার ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র অস্বচ্ছ ও বিতর্কিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগকে সরাসরি সমর্থন দেয়। ফলে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার প্রভাব পড়ে ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও।[১৪২] এছাড়া ২০১৮ সালেও বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বিএসএফ সমঝোতা চুক্তি লঙ্ঘন করে বাংলাদেশের নাগরিকদের হত্যা, নির্যাতন ও অপহরণ করেছে, যা আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের দুর্বল পররাষ্ট্রনীতির কারণে নাগরিকদের রক্ষা ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি।

৮০.ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে কুড়িগ্রামের রৌমারি সীমান্তে কদম আলী[১৪৩], লালমনিরহাটের বুড়িমাড়ি সীমান্তে নির্যাতনের শিকার হয়ে মনজুরুল আলম[১৪৪], ঠাকুরগাঁওয়ের হরিপুর সীমান্তে গুলিবিদ্ধ হয়ে

[১৪২] ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত ও প্রতারনামূলক নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনটি বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন তৎকালীন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং বাংলাদেশে আসেন এবং সেই সময় নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে আনার জন্য চেষ্টা করে সফল হন। জাতীয় পার্টির সদস্যরা সরকারের মন্ত্রী এবং একই সঙ্গে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলে থেকে অদ্ভুত এবং অকার্যকর সংসদ গঠনে ভূমিকা পালন করে। www.dw.com/bn/নির্বাচন-না-হলে-মৌলবাদের-উত্থান-হবে/a-17271479

[১৪৩] যুগান্তর, ১২ জানুয়ারি ২০১৮, https://www.jugantor.com/todays-paper/news/5894

[১৪৪] নিউ এজ, ২৯ জানুয়ারি ২০১৮, http://www.newagebd.net/article/33594

আলী হোসেন[১৪৫], সিলেট সীমান্তে গুলিবিদ্ধ হয়ে মামুন রশিদ[১৪৬], ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গি সীমান্তে গুলিবিদ্ধ হয়ে সাইদুল ইসলাম[১৪৭] ও রাব্বানি[১৪৮], চাপাইনবাবগঞ্জ সীমান্তে গুলিবিদ্ধ হয়ে মোহাম্মদ জেম[১৪৯], আব্দুর রহিম[১৫০] ও ফটিক[১৫১] এবং নির্যাতনে শরীফুল ইসলাম[১৫২] ও ডালিম মাঝি[১৫৩] নিহত হন।

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর গণহত্যা

৮১. রাখাইনে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী কয়েক দশক ধরে নির্মম অত্যাচার এবং অবিচারের শিকার হয়ে আসছেন। মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের দমনের জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অজুহাতে বিভিন্ন সময় অভিযান চালানোর ফলে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী গণহত্যার শিকার হন। সর্বশেষ ২০১৭ সালের অগাস্ট মাসে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত অভিযান ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ ও নিষ্ঠুর। এর ফলে ৯ লক্ষেরও বেশি রোহিঙ্গা তাঁদের জীবন বাঁচানোর জন্য বাংলাদেশে পালিয়ে আসেন।[১৫৪] তাঁরা বাংলাদেশের কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফ এলাকায় বিভিন্ন ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছেন।

৮২. মিয়ানমারের রাখাইনে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর চালানো গণহত্যা ও নৃশংসতার বিষয়ে গত ১৯ জুলাই ২০১৮ সালে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ফোর্টিফাই রাইটস জানায়, রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধগুলো গণহত্যা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ বলে গণ্য করার যথেষ্ট "যুক্তিসঙ্গত কারণ" রয়েছে। উত্তর রাখাইন রাজ্যে হামলায় কমপক্ষে মিয়ানমারের ১১,০০০ সৈন্যসহ ২৭টি আর্মি ব্যাটালিয়ন এবং ৯০০ পুলিশ সদস্যসহ ৩টি পুলিশ ব্যাটালিয়ন অংশ নেয়। ফোর্টিফাই রাইটস ২২ জন মিয়ানমার সেনা ও পুলিশ কর্মকর্তাকে চিহ্নিত করে যাদের বিরুদ্ধে নৃশংসতার অভিযোগ পাওয়া গেছে এবং এই ঘটনার ফৌজদারি তদন্তের দাবি জানায়। মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ গণহত্যার উদ্দেশ্যে পূর্বপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছিল যা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৫৫]

---

[১৪৫] নিউ এজ, ২২ জুলাই ২০১৮,https://www.thedailystar.net/backpage/bsf-shooting-kills-teen-boy-thakurgaon-1609189

[১৪৬] মানবজমিন, ১৪ অক্টোবর ২০১৮, http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=140066&cat=9

[১৪৭] নয়া দিগন্ত, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮, http://www.dailynayadiganta.com/rangpur/353202

[১৪৮] দি ডেইলি স্টার, ২১ অক্টোবর ২০১৮,https://www.thedailystar.net/country/bangladeshi-national-gunned-down-bsf-in-thakurgaon-1649482

[১৪৯] দি ডেইলি স্টার, ২৩ অক্টোবর ২০১৮, https://www.thedailystar.net/backpage/bangladeshi-man-killed-indian-bsf-firing-1650625

[১৫০] দি ডেইলি স্টার, ১৮ ডিসেম্বর ২০১৮, https://www.thedailystar.net/country/news/bullet-hit-body-found-border-1675078

[১৫১] নিউ এজ, ১০ নভেম্বর ২০১৮, http://www.newagebd.net/article/55617

[১৫২] নিউ এজ, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, http://www.newagebd.net/article/34131

[১৫৩] যুগান্তর, ৫ নভেম্বর ২০১৮, https://www.jugantor.com/todays-paper/news/108374

[154] https://www.unocha.org/rohingya-refugee-crisis

[155] Myanmar: International Accountability Needed for Military-Planned Genocide Against Rohingya / Fortify Rights July 19, 2018 / http://www.fortifyrights.org/publication-20180719.html

৮৩. *অধিকার* বাংলাদেশের রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরগুলোতে বেশ কয়েকটি তথ্যানুসন্ধান মিশন পরিচালনা করে। বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরগুলোতে যেয়ে মিয়ানমারের বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সাক্ষাৎকার নিয়ে *অধিকার* রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যার সত্যতা পায় ।[১৫৬]

৮৪. বাংলাদেশের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরগুলোতে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে একটি চক্র মূলত কাজের লোভ দেখিয়ে শিশু ও নারীদের পাচারে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে, অল্পবয়সী মেয়েরা যৌন কাজে ব্যবহারের জন্য পাচারের টার্গেট হয়ে উঠেছেন। কক্সবাজার থেকে যৌন ব্যবসার জন্য রোহিঙ্গা মেয়ে ও শিশুদের পাচার করা হচ্ছে বলে তথ্য পেয়েছিল বিবিসি নিউজের একটি দল। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, রোহিঙ্গা মেয়েদের বাংলাদেশের ঢাকা, কাঠমুন্ডু ও কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এছাড়া, শরণার্থী শিবিরগুলোতে রোহিঙ্গা নারীদের যৌন নিপীড়নের শিকার হওয়া ও যৌন পেশায় জড়িয়ে পড়ারও খবর পাওয়া গেছে।[১৫৭]

৮৫. গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের কৌঁশুলীরা মিয়ানমারের মুসলিম রোহিঙ্গাদের হত্যা, যৌন নির্যাতন এবং জোরপূর্বক বিতাড়নের অভিযোগে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছেন। মিয়ানমারের সেনাবাহিনী যে অভিযান চালিয়েছে তার বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের প্রথম পদক্ষেপ এটা। গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ বিচারকরা তাঁদের মতামত জানান যে, যদিও মিয়ানমার আইসিসি'র সদস্য দেশ নয়, তারপরেও ঘটনার এক অংশ যেহেতু বাংলাদেশে ঘটেছে এবং বাংলাদেশ যেহেতু আইসিসির সদস্য সেহেতু আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত বিচারকার্য চালাতে পারবে। আইসিসির চিফ প্রসিকিউটর ফাতু বেনসুদা এক বিবৃতিতে বলেছেন, "আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই প্রক্রিয়ার পরবর্তী পদক্ষেপ নিবো এবং পরিস্থিতির পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করবো" ।[১৫৮]

৮৬. গত ১৫ নভেম্বর ২০১৮ দুই হাজারেরও বেশী রোহিঙ্গা শরণার্থীর মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের কথা থাকলেও তাঁদের তীব্র প্রতিবাদ ও ফিরে যেতে অনীহার কারণে প্রত্যাবসন সম্ভব হয়নি। তাঁদেরকে রাখার জন্য উখিয়ার নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুম ট্রানজিট ক্যাম্প এবং টেকনাফের কেরুনতলী ট্রানজিট ক্যাম্প প্রস্তুত করা হয়। ঘুমধুম ট্রানজিট ক্যাম্পে অবস্থানকারীদের বাংলাদেশের তমব্রু সীমান্ত দিয়ে সড়ক পথে এবং কেরুনতলী ট্রানজিট ক্যাম্পে অবস্থানকারীদের বাংলাদেশের নাগপুরা সীমান্ত দিয়ে নৌ-পথে পাঠানোর কথা থাকলেও ঐ ক্যাম্পগুলোতে কোনো রোহিঙ্গাকে আনা যায়নি। *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, জোর করে প্রত্যাবাসনের ভয়ে ১৪ নভেম্বর রাতে উখিয়ার জামতলী, হাকিমপাড়াসহ বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে অনেক রোহিঙ্গা কুতুপালংয়ে শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে পালিয়ে গিয়েছেন। মুহাম্মদ আয়াছ নামে আত্মগোপন করে থাকা এক রোহিঙ্গা শরণার্থী *অধিকারকে* জানান, উনচিপ্রাং শরণার্থী ক্যাম্পে বাস করা শরণার্থীদের মধ্যে যাঁদের নাম

---

[১৫৬] মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত অভিযানগুলোতে অনেক রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ-শিশুকে নির্যাতন, গুলি বা পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে এবং অনেককে গুম করা হয়েছে। বহু রোহিঙ্গা নারী ও শিশু গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন।

[১৫৭] বাংলাদেশের কক্সবাজারে রোহিঙ্গা মেয়েরা পাচার ছাড়াও বিদেশীদের দ্বারা যৌনকাজে ব্যবহারের টার্গেট হয়ে উঠছে/ বিবিসি, ১৩ মার্চ ২০১৮; http://www.bbc.com/bengali/43482131

[১৫৮] বিবিসি, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮/ https://www.bbc.com/bengali/news-45570093

প্রত্যাবাসন তালিকায় ছিল, তাঁর মতো সেইসব পরিবারের পুরুষ সদস্যরা তাঁদের ছেলে-মেয়েসহ পরিবারের অন্যান্যদের রেখে বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে আত্মগোপন করে আছেন। আয়াছ আরো বলেন, "আমরা ন্যায় বিচার চাই, নাগরিকত্ব ছাড়া আমরা কখনোই মিয়ানমারে ফিরে যাব না।"

অধিকার এর ওপর নিপীড়ন

৮৭. মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকার কারণে ২০১৮ সালেও *অধিকার* সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার নজরদারী ও জিজ্ঞাসাবাদসহ রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের শিকার হয়েছে। রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের ধারাবাহিকতায় *অধিকারকে* ৩০ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে না দেয়ার অভিপ্রায়ে গত ৬ নভেম্বর সরকারের আজ্ঞাবহ নির্বাচন কমিশন আইন ও বিধির তোয়াক্কা না করে নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা হিসেবে *অধিকার* এর নিবন্ধন বাতিল করে। এর বিরুদ্ধে গত ১২ ডিসেম্বর *অধিকার* সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চে রিট পিটিশন দায়ের করলে আদালত *অধিকার* এর নিবন্ধন বাতিল করে নির্বাচন কমিশনের দেয়া চিঠির কার্যকারিতা দুই মাসের জন্য স্থগিত করে এবং *অধিকার* এর নিবন্ধন বাতিল করা কেন অবৈধ হবে না তা জানতে চেয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রতি রুল জারি করে। গত ১৮ ডিসেম্বর আপিল বিভাগ হাইকোর্টের দেয়া রায় বহাল রাখে। *অধিকার* সর্বোচ্চ আদালত থেকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের রায় পেলেও সময় স্বল্পতার কারণে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে না পারায় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে পারেনি। এই সময়ে সরকারের সমর্থনপুষ্ট প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া *অধিকার* এর বিরুদ্ধে একের পর এক বানোয়াট ও মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করে নেতিবাচক প্রচারণা চালায়।

সুপারিশ

১. প্রহসনমূলক ও বিতর্কিত নির্বাচন বাতিল করে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার অথবা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে একটি অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জবাবদিহিতামূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সরকারের আজ্ঞাবহ ব্যক্তিদের নির্বাচন কমিশন থেকে বাদ দিয়ে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করতে হবে।

২. দমনমূলক, অসাংবিধানিক এবং অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সভা-সমাবেশ করার অধিকার দিতে হবে। বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত হয়রানিমূলক মামলা তুলে নিতে হবে। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি দিতে হবে ।

৩. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। বন্ধ করে দেওয়া আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভি চালু করার অনুমতি দিতে হবে। বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ সহ সমস্ত নির্বতনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। এইসব আইনের অধীনে দায়ের করা মামলাগুলো তুলে নিতে হবে এবং গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি দিতে হবে।

৪. সরকারকে মাদকবিরোধী অভিযানের নামে অথবা অন্য যে কোন অজুহাতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে হবে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principles on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials মেনে চলতে হবে।

৫. সরকারকে অবশ্যই গুম বন্ধ করতে হবে এবং গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের এবং অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করতে হবে। জাতিসংঘের গুম সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্যদের গুমের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য বাংলাদেশে আসার অনুমতি দিতে হবে।

৬. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার যেসব সদস্য ফৌজদারি অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয় বা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র সাময়িক বরখাস্ত, পদাবনতি বা ক্লোজ করার মত বিভাগীয় ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। আইনের ঊর্ধে কেউই নয়। ফলে যারা ফৌজদারি অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সেইসব আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের অন্যসব অপরাধীদের মতই ফৌজদারি আইনে শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

৭. সরকারকে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির ১১৯তম সভার সুপারিশগুলো মানতে হবে। বাংলাদেশকে জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত সনদ (আইসিসিপিআর) এর অপসোনাল প্রোটোকল ১ ও ২ অনুস্বাক্ষর করতে হবে।

৮. তৈরি পোশাক শিল্পকারখানাসহ সমস্ত কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করাসহ আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে। সমস্ত শিল্প কারাখানায় যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করতে হবে। ইনফরমাল সেক্টরের শ্রমিকদের বৈষম্য রোধসহ তাঁদের কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি এবং নীতিমালা তৈরি করতে হবে।

৯. অভিবাসী নারী শ্রমিকদের সুরক্ষা দিতে হবে এবং মানবপাচারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনতে হবে। আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের শিকার অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোকে শ্রমিকদের সুরক্ষা ও বিচার পাওয়ার বিষয়টি মনিটর করার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে। ধর্ষণকারীসহ নারীদের ওপর সহিংসতাকারীদের বিষয়ে সালিশ করা বন্ধ করতে হবে এবং নারীর বিচার প্রাপ্তির জন্য পুলিশকে সঠিকভাবে তদন্ত করে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখিন করতে হবে। সরকারদলীয় দুর্বৃত্তরা যারা নারীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে তাদের দায়মুক্তি দেয়া চলবে না এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নারীর ওপর সহিংসতা বন্ধে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১১. ভারতকে অবশ্যই বাংলাদেশের ওপর তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ এবং সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ভারতীয় বিএসএফ কর্তৃক হত্যা, নির্যাতনসহ সব ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে এবং ভিকটিমদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ভারতকে সীমান্তচুক্তি মেনে চলতে হবে।

১২. *অধিকার* আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মিয়ানমার সরকারের ওপর কঠোর চাপ প্রয়োগ করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে আহ্বান জানাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত মিয়ানমার সরকার, সেনাবাহিনী, চরমপন্থী বৌদ্ধসহ অন্যান্য দায়ীদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতকে সহায়তা করতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত, 'রোহিঙ্গা' জাতি হিসেবে তাঁদের স্বীকৃতি এবং মিয়ানমারের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল না করে জোরপূর্বক প্রত্যাবাসন না করার জন্য *অধিকার* মিয়ানমার ও বাংলাদেশ সরকারের প্রতি জোরালো আহ্বান জানাচ্ছে।

১৩. *অধিকার* এর উপর চলমান রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে। *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। অবিলম্বে সরকারকে *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়নসহ মানবাধিকার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য তহবিল ছাড় দিতে হবে।